৫১০৪৪

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০২৬, পৌষ-ফাল্গুন ১৪৩২

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

- বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৪তম গভর্নর হিসেবে মোঃ মোস্তাকুর রহমানের যোগদান
- জানুয়ারি-জুন ২০২৬ মুদ্রানীতি ঘোষণা

নির্বাহী পরিচালক পদে পদোন্নতি

বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশাল অফিসের পরিচালক মোহাম্মদ সামসুউদ্দিন আহমেদ ১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে নির্বাহী পরিচালক পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

মোহাম্মদ সামসুউদ্দিন আহমেদ ২৪ মার্চ ১৯৯৯ তারিখে সহকারী পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করেন। দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের তৎকালীন আন্তর্জাতিক বিভাগ, হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট, একাউন্টস অ্যান্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, আইপিএফএফ প্রজেক্ট, বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন ও ভিজিল্যান্স বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি ও দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন বাংলাদেশ লিমিটেড (SPCBL)-এ বিভিন্ন পদে এবং সর্বশেষ বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশাল অফিসের পরিচালক (প্রশাসন) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মোহাম্মদ সামসুউদ্দিন আহমেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ থেকে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি জার্মানির ফ্রাংকফুর্ট স্কুল অব ফাইন্যান্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (BIBM) এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সার্টিফাইড এক্সপার্ট ইন রিস্ক ম্যানেজমেন্ট (CERM) শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

দাপ্তরিক প্রয়োজনে তিনি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার ছোট বকসনগর ইউনিয়নের অন্তর্গত দিঘীরপাড় গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মোঃ মিনাজ উদ্দিন এবং মাতার নাম সাফিয়া বেগম। তার সহধর্মিণী হোসনে আরা কবির। ব্যক্তিজীবনে তিনি দুই পুত্র এবং এক কন্যা সন্তানের জনক।

পরিচালক পদে পদোন্নতি

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান ১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থবিদ্যা ও ইলেকট্রনিক্স বিভাগ হতে অনার্সসহ মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ফিন্যান্স বিষয়ে এমবিএ ডিগ্রি এবং থাইল্যান্ডের এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি হতে ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ে প্রফেশনাল মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান ২০০৩ সালে সহকারী পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করেন।

সুদীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট, সিবিএসপি সেল, ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট এন্ড স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্ট এবং এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস ডিপার্টমেন্টে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে প্রেষণে তিনি বিশ্ব ব্যাংকের ঢাকা অফিসে ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর পরামর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দাপ্তরিক কাজের অংশ হিসেবে তিনি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রোগ্রামে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ-কর্মশালা ও সভায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি কুমিল্লা জেলার সদর উপজেলার একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের অতিরিক্ত পরিচালক সোহেল আহম্মেদ ৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে পরিচালক (গবেষণা) হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেছেন। সোহেল আহম্মেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ হতে অনার্সসহ মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়াও তিনি জাপানের টোকিওতে অবস্থিত National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) এ The Japan IMF Scholarship Program for Asia (JISPA) এর আওতায় দ্বিতীয় মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ২০০৯ সালে সহকারী পরিচালক (গবেষণা) হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করেন।

দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের চিফ ইকোনোমিস্টস্ ইউনিট, গবেষণা বিভাগ ও গভর্নর সচিবালয়ে দায়িত্ব পালন করেন। দাপ্তরিক কাজের অংশ হিসেবে তিনি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ-কর্মশালা ও সভায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলাধীন বাজেবিশারা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান।

সম্পাদনা পরিষদ

- **উপদেষ্টা সম্পাদক**
  কাকলী জাহান আহমেদ
- **সম্পাদক ও প্রকাশক**
  সাঈদা খানম
- **বিভাগীয় সম্পাদক ও সদস্য**
  মহুয়া মহসীন
  আয়েশা-ই-ফাহমিদা খাতুন
  আজিজা বেগম
- **গ্রাফিক্স**
  ইসাবা ফারহীন
- **প্রচ্ছদ**
  তারিক আজিজ

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার জন্য লেখা আহ্বান

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার জন্য অর্থনীতি, ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স বিষয়ে নিবন্ধ, গল্প এবং ভ্রমণ বিষয়ক লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে নিবন্ধ ১০০০-১২০০, ভ্রমণ ১০০০-১২০০ ও গল্প ৭০০-১০০০ শব্দসীমার মধ্যে চলতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে লেখা পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে। লেখা পাঠানোর ঠিকানা : পরিচালক, ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-১০০০। এছাড়া ই-মেইলে লেখা পাঠানোর ঠিকানা : aziza.begum@bb.org.bd

বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৪তম গভর্নর হিসেবে মোঃ মোস্তাকুর রহমানের যোগদান

মোঃ মোস্তাকুর রহমান, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৪তম গভর্নর হিসেবে যোগদান করেছেন। তিনি একজন দক্ষ কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট (CMA)।

মোস্তাকুর রহমান বাংলাদেশ ব্যাংক বিষয়ক বিজিএমইএ স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (BGMEA), রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (REHAB), অ্যাসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্টস অব বাংলাদেশ (ATAB), ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (DCCI)-এর সদস্য ছিলেন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে দায়িত্ব পালন করেছেন।

মোঃ মোস্তাকুর রহমান একজন উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী, এবং একজন সিনিয়র ফাইন্যান্সিয়াল গভর্ন্যান্স বিশেষজ্ঞ। কর্পোরেট ফাইন্যান্স, রপ্তানি অর্থনীতি, প্রাতিষ্ঠানিক শাসনব্যবস্থা এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় তাঁর ৩০ বছরেরও বেশি নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি আর্থিক তদারকি, নিয়ন্ত্রক সংস্থার সাথে সমন্বয়, ব্যাংকিং খাতের সম্পৃক্ততা এবং মূলধন ব্যবস্থাপনায় বিশেষভাবে দক্ষ।

এছাড়া, উৎপাদন, রিয়েল এস্টেট, কৃষিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প উদ্যোগসহ বিভিন্ন খাতে তাঁর বিস্তৃত নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি আর্থিক পরিকল্পনা, বিনিয়োগ তদারকি এবং শাসন কাঠামোর দায়িত্ব পালন করেছেন। শিল্প ও বাণিজ্য সংগঠনের বিভিন্ন ভূমিকায় তিনি আর্থিক স্থিতিশীলতা, শিল্প অর্থায়ন এবং অর্থনৈতিক টেকসই উন্নয়ন বিষয়ে কাঠামোবদ্ধ আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

মোস্তাকুর রহমান ১৯৬৬ সালে একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগ থেকে বি.কম (অনার্স) এবং মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে তিনি ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস বাংলাদেশ (ICMAB) থেকে কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বিভিন্ন দাতব্য ও সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সাথেও যুক্ত আছেন।

মোঃ মোস্তাকুর রহমান

গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমানের ডেপুটি গভর্নর, বিএফআইইউ প্রধান ও চিফ ইকোনোমিস্টের সাথে সভা

বাংলাদেশ ব্যাংকের ISAR সম্মাননা-২০২৫ অর্জন

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য টেকসই উন্নয়ন ও জলবায়ু-সম্পর্কিত আর্থিক প্রকাশের নির্দেশিকা প্রণয়ন ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ ব্যাংককে জাতীয় বিভাগে ISAR (আন্তর্জাতিক হিসাবরক্ষণ ও প্রতিবেদনের মানদণ্ড) সম্মাননা-২০২৫ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনের মাধ্যমে UNCTAD থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই পুরস্কার গ্রহণ করে। এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি উদ্‌যাপনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক প্রাপ্তি উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। পররাষ্ট্র সচিব আসাদ আলম সিয়াম বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুরের হাতে ISAR সম্মাননা-২০২৫ পুরস্কার হস্তান্তর করেন।

পররাষ্ট্র সচিব আসাদ আলম সিয়াম গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুরকে ISAR পুরস্কার হস্তান্তর করেন

অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, ডেপুটি গভর্নরবৃন্দ, নির্বাহী পরিচালক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর বাংলাদেশ ব্যাংকের জন্য এই মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জনে নিষ্ঠা এবং অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তাদের প্রশংসাপত্র প্রদান করেন। সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের পরিচালক চৌধুরী লিয়াকত আলী, অতিরিক্ত পরিচালক আহমেদ জুবায়ের মাহবুব, যুগ্ম পরিচালক মোঃ কামরুল হাসান এবং আয়শা শারমিন ইসলাম আশা এই প্রশংসাপত্র গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংস্থা (UNCTAD) কর্তৃক প্রদত্ত ISAR সম্মাননা প্রদান করা হয়। এই সম্মাননা দৃষ্টান্তমূলক নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগকে স্বীকৃতি দেয়। এই সম্মাননা টেকসই উন্নয়নের জন্য ২০৩০ এজেন্ডার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশে উদ্যোগসমূহকে উৎসাহিত করে, যার মধ্যে রয়েছে কর্পোরেট রিপোর্টিং কাঠামোতে পরিবেশগত, সামাজিক এবং শাসন (ESG) বিবেচনার একীকরণ।

বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমান সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এসময় ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান, ড. কবির আহম্মদ ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

আইএমএফের কান্ট্রি ডিরেক্টরের সাথে গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমান সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এসময় ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন

চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের (জানুয়ারি-জুন ২০২৬) মুদ্রানীতি ঘোষণা

গভর্নর জানুয়ারি-জুন ২০২৬ এর মুদ্রানীতি ঘোষণা করেন। এসময় ডেপুটি গভর্নরবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের (জানুয়ারি-জুন ২০২৬) মুদ্রানীতি ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে ঘোষণা করা হয়। গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুরের সভাপতিত্বে জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের (জানুয়ারি-জুন, ২০২৬) মুদ্রানীতি ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নরবৃন্দ, চিফ ইকোনোমিস্ট, মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও সহকারী মুখপাত্র, মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্টের পরিচালক ও মুদ্রানীতি প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমের (ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া) সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। শুরুতে গভর্নর সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং মুদ্রানীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমানকে অনুরোধ করেন। ডেপুটি গভর্নর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে মুদ্রানীতির বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করেন। গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর নতুন মুদ্রানীতির বিষয়ে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের (জানুয়ারি-জুন, ২০২৬) মুদ্রানীতির উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ নিচে তুলে ধরে হলো-

মুদ্রানীতির লক্ষ্য

জানুয়ারি-জুন, ২০২৬ সময়ের জন্য প্রণীত মুদ্রানীতির প্রধান লক্ষ্য হলো মূল্যস্ফীতিকে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় নামিয়ে আনা, বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা, মুদ্রা বাজারের স্থিতিশীলতা রক্ষা করা, ব্যাংকিং খাতের কাঠামোগত দুর্বলতা দূর করা, খেলাপি ঋণ কমিয়ে আনা, দুর্বল ব্যাংকগুলোর একীভূতকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা, আমানতকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা সুদৃঢ় করা।

মুদ্রানীতি প্রণয়নে বিবেচ্য বৈশ্বিক ও দেশীয় অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট

(ক) বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায়, ২০২৫ সালে বিদ্যমান ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা ও বাণিজ্য বাধাগুলো কাটিয়ে বিশ্ব অর্থনীতি অভাবনীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। এই সফলতার নেপথ্যে ভূমিকা রেখেছে প্রযুক্তিতে (বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ, প্রধান অর্থনীতিগুলোর সহায়ক রাজস্ব ও মুদ্রানীতি। তবে মধ্যপ্রাচ্য ও ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের মতো ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং আন্তর্জাতিক তেলের বাজারের অস্থিরতা বৈশ্বিক অর্থনীতির জন্য উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি হিসেবে রয়ে গেছে। জ্বালানি তেলের মূল্য হ্রাস এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর কঠোর মুদ্রানীতি গ্রহণের ফলে বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতিতে একটি ইতিবাচক নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা দিয়েছে।

(খ) দেশীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনায়, সুদীর্ঘ সময় ধরে দেশীয় অর্থনীতিতে ক্রমাগত উচ্চ মূল্যস্ফীতি বিরাজ করেছিল। কিন্তু সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ২০২৫ সাল হতে ক্রমাগত উচ্চ মূল্যস্ফীতি অনেকটা হ্রাস পেয়ে দুই অঙ্ক হতে এক অঙ্কে নেমে আসে এবং ডিসেম্বর ২০২৫ শেষে মূল্যস্ফীতির এই হার দাঁড়িয়েছে ৮.৪৯ শতাংশে। বর্তমানে উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং এটি হ্রাসের ধারা ক্রমহ্রাসমান না থাকায় এবং আসন্ন জাতীয় নির্বাচন, রমজান মাস ও নতুন বেতন স্কেল ঘোষণার সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে বাড়তি চাহিদার কারণে মূল্যস্ফীতির চাপ আসতে পারে। এতদ্‌প্রেক্ষিতে, নীতি সুদহার কমানো হলে তা উচ্চ মূল্যস্ফীতির ঝুঁকি তৈরি করার সম্ভাবনা রয়েছে। একইসঙ্গে আমদানিকৃত মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা রক্ষা করা জরুরি, কারণ সুদহার কমালে টাকার অবমূল্যায়নের চাপ সৃষ্টি হতে পারে। তাই সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে এবং ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশ ব্যাংক তার সতর্ক ও সংকোচনমূলক অবস্থান বজায় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে।

মুদ্রানীতিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ

(ক) পলিসি রেট তথা ওভারনাইট রেপো সুদহার বিদ্যমান শতকরা ১০.০০ শতাংশে; স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি (এসএলএফ) যা নীতি সুদহার করিডোরের ঊর্ধ্বসীমা– ১১.৫০ শতাংশে অপরিবর্তীত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

(খ) আন্তঃব্যাংক মুদ্রা বাজারে গতিশীলতা আনতে এবং বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ) যা নীতি সুদহার করিডোরের নিম্নসীমা– ৮.০০ শতাংশ হতে ৫০ বেসিস পয়েন্ট কমিয়ে ৭.৫০ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

(গ) অর্থবছর ২০২৬ শেষে ব্যাপক মুদ্রা (M2) এর লক্ষ্যমাত্রা ১১.৫ শতাংশ, নীট বৈদেশিক সম্পদ ২২.০ শতাংশ, নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ৯.৭ শতাংশ, সরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ২১.৬ শতাংশ, বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৮.৫ শতাংশ এবং রিজার্ভ মুদ্রার লক্ষ্যমাত্রা ৮.০ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে;

(গ) ক্ষুদ্র আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষায় আমানত বিমার পরিমাণ এক লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে দুই লাখ টাকা করা হয়েছে;

(ঘ) বাজারভিত্তিক বিনিময় হার ব্যবস্থা বজায় রাখা এবং রেমিট্যান্স অন্তপ্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ শক্তিশালী করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে; এবং

(ঙ) দেশের সার্বিক মূল্যস্ফীতি পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে জুন-২৬ শেষে ৮.০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা।

যদিও সাম্প্রতিক সময়ে মূল্যস্ফীতির নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, তা এখনো লক্ষ্যমাত্রার উপরে রয়েছে। এই হ্রাসের ধারাবাহিকতা সুনিশ্চিত নয়। সুতরাং, অর্থবছর'২৬ এর দ্বিতীয়ার্ধে মূল্যস্ফীতি ৮.০ শতাংশের নিচে রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি বজায় রাখবে এবং একই সাথে উৎপাদনশীল অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে সহায়তা করবে। এ প্রেক্ষিতে, বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষি এবং কুটির, অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (CMSME) খাতের মতো অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতগুলোতে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে সাধারণ ঋণ প্রভিশনিং বা সঞ্চিতি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা শিথিল করেছে। এই কৌশলের মূল উদ্দেশ্য হলো ব্যাংকগুলোকে এসব অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতে ঋণের প্রবাহ বাড়াতে উৎসাহিত করা।

২০২৫ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রাবাজারের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অধিকতর নমনীয় বিনিময় হার ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হয়। বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা এবং বৈদেশিক রিজার্ভ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে বহিঃখাতের অভিঘাত প্রশমনে বাংলাদেশ ব্যাংকের নমনীয় বিনিময় হার ব্যবস্থা ভবিষ্যতেও বজায় থাকবে।

পরিশেষে গভর্নর আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, এই মুদ্রানীতির সফল বাস্তবায়ন মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

বন্ড মার্কেট শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

সেমিনারে গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর, অর্থসচিব ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার, ডেপুটি গভর্নর ও অন্য অতিথিবৃন্দ

বাংলাদেশ ব্যাংক ও সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের উদ্যোগে বন্ড মার্কেট ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ: চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড রিকমান্ডেশন্স শীর্ষক সেমিনার ২৬ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে ঢাকার স্থানীয় একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়।

বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের সচিব ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান এবং সমাপনী বক্তব্য রাখেন ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার। সম্মানিত অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদ, ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স (আইসিসি) এর চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান।

বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বন্ডের বাজার উন্নয়নে একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিএসইসি। সেমিনারে সেই গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের মহাপরিচালক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাক্তন নির্বাহী পরিচালক (গ্রেড-১) ড. মোঃ এজাজুল ইসলাম এবং গবেষণা বিভাগের পরিচালক মোঃ আব্দুল ওয়াহাব। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে অর্থ বিভাগের সচিব ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার বলেন, বন্ড মার্কেটের সামগ্রিক উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংক, বিএসইসি ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে। তিনি আরও বলেন, বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের ক্ষেত্রে বর্তমানে যে নির্দিষ্ট আর্থিক সীমা বা বাধা রয়েছে, তা পুরোপুরি তুলে দেওয়ার বিষয়ে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে চিন্তাভাবনা চলছে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে সঞ্চয়পত্র বাজারে বিনিয়োগের পরিসর বাড়বে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সভাপতির বক্তব্যে গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর বলেন, দেশের আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা রক্ষা এবং টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য বন্ড মার্কেট একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। তবে উন্নয়নশীল ও সমমনা অর্থনীতির দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের বন্ড মার্কেট এখনও পিছিয়ে রয়েছে।

তিনি বলেন, বন্ড মার্কেটের লেনদেন প্রক্রিয়া ও আইনি কাঠামো সহজ করা গেলে দেশের বন্ড বাজারের আকার ছয় ট্রিলিয়ন টাকা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হতে পারে। এতে বৃহৎ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাংক ঋণের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল না থেকে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ কিংবা বন্ড বাজারের মাধ্যমে অর্থায়নের দিকে ঝুঁকবে। গভর্নর বলেন, বন্ড বাজারের ভবিষ্যৎ অনেকাংশে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং সুদের হার কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল। একক সুদের হার কাঠামো কার্যকর করা গেলে দেশের বন্ড বাজার টেকসই ভিত্তি পাবে। এর পাশাপাশি বন্ড ইস্যু করতে সময় কমিয়ে আনা, খরচ কমানোর মতো উদ্যোগ নেওয়া হবে যা বিনিয়োগকারীদের জন্য আকর্ষণীয় হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদ বলেন, অর্থনীতিকে ব্যাংকনির্ভর থেকে কিভাবে পুঁজিবাজার নির্ভর করা যায় সেই সামগ্রিক প্রচেষ্টা চলমান থাকবে।

ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি মাহবুবুর রহমান বলেন, ট্রেজারি বন্ড, সুকুক বন্ডসহ বন্ডের বড় একটি বাজার বাংলাদেশে আছে। সকলের সমন্বয়ে সেই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারলে বন্ড মার্কেট অনেক প্রসারিত হবে। ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমানের সঞ্চালনায় প্যানেল আলোচনায় নির্বাচিত বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ডিন ও ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপক ড. মাহমুদ ওসমান ইমাম, প্রাণ গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান উজমা চৌধুরী, অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (এবিবি) এর চেয়ারম্যান ও সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসরুর আরেফিন, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম এবং বিএসইসির কমিশনার মোঃ সাইফুদ্দিন, সিএফএ।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা, সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকসমূহের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রতিনিধিগণ, বন্ড মার্কেটের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, দেশের শীর্ষস্থানীয় বিজনেস গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রতিনিধি, বিজনেস বডিজ এবং খাত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সম্প্রতি ভুটানের গভর্নর বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুরের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এসময় বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরবৃন্দ, গভর্নরের উপদেষ্টা ও ভুটানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

মুদ্রানীতি বিষয়ক পর্যালোচনা সভা

গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর ২০২৫-২৬ অর্থবছরের মুদ্রানীতি প্রণয়ন বিষয়ক পর্যালোচনা সভায় বরিশালে

২০২৫-২৬ অর্থবছরের ২য় ষান্মাসিকের মুদ্রানীতি প্রণয়ন বিষয়ক একটি পর্যালোচনা সভা ৮ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ বরিশালের স্থানীয় একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর, বিশেষ অতিথি হিসেবে ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশাল অফিসের নির্বাহী পরিচালক, পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া দেশীয় ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার আলোকে বাস্তবধর্মী মুদ্রানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে বরিশালের বিশিষ্ট ব্যাংকার, অর্থনীতিবিদ, সাংবাদিক এবং ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহী পরিচালক মাহমুদ সালাহ্উদ্দিন নাসেরসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর আসন্ন মুদ্রানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে উপস্থিত অংশীজনদের পরামর্শ ও মতামত আহ্বান করেন। ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান সভায় আলোচিত পরামর্শ ও মতামত মুদ্রানীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হবে বলে অবহিত করেন। স্বাগত বক্তব্যে নির্বাহী পরিচালক মাহমুদ সালাহ্উদ্দিন নাসের বর্তমান বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এবং সরকার ঘোষিত ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটের সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য একটি ভারসাম্যপূর্ণ মুদ্রানীতি প্রণয়নের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

ভূসম্পত্তি বিক্রয়ের লক্ষ্যে নিলাম কার্যক্রম অনুষ্ঠিত

পাইওনিয়ার ব্যাংক লিঃ (অবলুপ্ত) এর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলাধীন ৩৭৩ শতাংশ জমির খোলা নিলাম কার্যক্রম ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল, ঢাকার অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়।

নিলাম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক কাকলী জাহান আহ্মেদ, মুখ্য আইন কর্মকর্তা আবু মোঃ আমিমুল এহছান ও হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১ এর পরিচালক মোঃ জবদুল ইসলাম। অফিসিয়াল লিক্যুইডেটরের পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স ডিপার্টমেন্টের পরিচালক মোঃ সেলিম আহমদ নিলাম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। নিলাম কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রিসার্চ অ্যান্ড রেফারেন্স অফিসার মোঃ আল ইমরান খান।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স ডিপার্টমেন্টের সার্বিক তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার খেওড়া মৌজার ১৫টি দাগে মোট ৩৭৩ শতাংশ স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির উদ্দেশ্যে খোলা নিলাম কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কসবা উপজেলা হতে আগত স্থানীয় বাসিন্দাগণ প্রতিযোগিতামূলক এই নিলাম কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

নিলাম কার্যক্রমে বিশেষ অতিথি নির্বাহী পরিচালক কাকলী জাহান আহমেদ বক্তব্য রাখছেন

রিস্ক বেইজড সুপারভিশন (RBS) এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর বক্তব্য রাখছেন

বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে রিস্ক বেইজড সুপারভিশন (আরবিএস) পদ্ধতির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ৪ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির এ. কে. এন. আহমেদ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর প্রধান অতিথি এবং ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার, গভর্নরের উপদেষ্টা মোঃ আহসান উল্লাহ, নির্বাহী পরিচালক মোঃ সিরাজুল ইসলাম। বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের আরবিএস সংশ্লিষ্ট নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালকবৃন্দ, সকল সুপারভাইজরি বিভাগের কর্মকর্তা এবং শাখা অফিসসমূহের সুপারভিশন সংশ্লিষ্ট পরিচালকসহ অন্য কর্মকর্তাগণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর বলেন, দীর্ঘ প্রস্তুতি ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে ১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ হতে আরবিএস কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হয়েছে। তিনি আরও বলেন, সুপারভিশন আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। আরবিএসের মাধ্যমে একক সুপারভিশন ইউনিট ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা যাবে এবং রিয়েল-টাইম ডাটার মাধ্যমে আগাম সতর্কতা পাওয়া সম্ভব হবে। গভর্নর ফরেনসিক আরবিএস চালু, IFRS-9 বাস্তবায়ন, ব্যাংক রেজল্যুশন ব্যবস্থা জোরদার এবং আধুনিক, স্বাধীন ও প্রযুক্তিনির্ভর কেন্দ্রীয় ব্যাংক গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার বলেন, পরিবর্তনশীল ও জটিল ব্যাংকিং পরিবেশে ডিজিটাল, সাইবার, ফিনটেক ও জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলায় রিস্ক বেইজড সুপারভিশন একটি আধুনিক ও কার্যকর পদ্ধতি। তিনি বলেন, আরবিএস ঝুঁকিনির্ভর, তথ্যভিত্তিক এবং ভবিষ্যতদর্শী সুপারভিশনের মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতে সুশাসন ও ঝুঁকি মোকাবেলার সংস্কৃতি জোরদার করবে। ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান সুপারভাইজরদের স্বার্থের সংঘাত এড়িয়ে নৈতিকতা ও আচরণবিধি মেনে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান এবং প্রয়োজনীয় লজিস্টিক ও সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেন। ডেপুটি গভর্নর মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী বলেন, ব্যাংকিং খাতে কার্যকর সুপারভিশন নিশ্চিত করতে দক্ষ, সাহসী ও স্বচ্ছ সুপারভাইজরের বিকল্প নেই। তিনি আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক ও আইএফসির কারিগরি সহায়তায় এবং অভিজ্ঞতার আলোকে প্রস্তুতকৃত আরবিএস ফ্রেমওয়ার্ক ঝুঁকি শনাক্ত, বিশ্লেষণ ও তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়ক হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ কবির আহম্মদ ২০২৫ সালে সংঘটিত বিভিন্ন আর্থিক খাত-সম্পর্কিত ঘটনার প্রেক্ষাপটে গৃহীত সংস্কারমূলক উদ্যোগসমূহ তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে গভর্নরের উপদেষ্টা মোঃ আহসান উল্লাহ আর্থিক সংকটকালে কার্যকর সুপারভিশনের গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ সিরাজুল ইসলাম।

ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগারের উদ্যোগে ৮ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের নিয়ে গ্রন্থাগার ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগারের প্রজেকশন রুমে আয়োজিত এ ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে দেশের স্নাতকোত্তর এবং চার বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রিধারী ২৪ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ ব্যাংক লাইব্রেরির পরিচালক তাসনিম ফাতেমা, অতিরিক্ত পরিচালক শশাংক কুমার সিংহ ও মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম মজুমদারসহ লাইব্রেরির অন্য কর্মকর্তাবৃন্দের উপস্থিতিতে ২৮তম লাইব্রেরি ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রম এবং বাংলাদেশ ব্যাংক লাইব্রেরি থেকে যে ধরনের সেবা পেতে পারেন সে বিষয়ে ধারণা দেয়া হয়। লাইব্রেরির সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ আরিফুর রহমান ও আমিনুল ইসলাম লাইব্রেরির কার্যক্রম ও ব্যবহারবিধি এবং বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে বর্ণনা করেন। ইন্টার্নশিপ শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশ ব্যাংক লাইব্রেরির বিভিন্ন শাখার কার্যাবলী সম্পর্কে ধারণা ও বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগারের রিসোর্সসমূহ পরিদর্শনের মাধ্যমে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম সমাপ্ত হয়।

ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীবৃন্দ এবং গ্রন্থাগারের পরিচালক

আয়কর রেয়াত ও অগ্রিম আয়কর সমন্বয় সফট্‌ওয়্যারের উদ্বোধন

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের এক্সপেন্ডিচার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-১ এর অধীন ইনকাম ট্যাক্স অ্যাসেসমেন্ট সেলের উদ্যোগে ২৭ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে আয়কর রেয়াত ও অগ্রিম আয়কর সমন্বয় সফট্‌ওয়্যারের (Proof of Submission of Return Software) আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার সফট্‌ওয়্যারটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক দেব দুলাল রায়, নির্বাহী পরিচালক মোঃ খসরু পারভেজ, পরিচালক আলাউদ্দীন হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এক্সপেন্ডিচার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-১ এর পরিচালক মোস্তফা আজাদ কামাল। এছাড়া এক্সপেন্ডিচার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-১ এর কর্মকর্তা এবং ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি ডিপার্টমেন্টের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারাও এসময় উপস্থিত ছিলেন। ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার বলেন, এ সফট্‌ওয়্যারটির উদ্বোধনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক পেপার বেইজড্ ম্যানুয়াল পদ্ধতি হতে ডিজিটাল দক্ষতার দিকে আরেক ধাপ এগিয়ে গেল। নির্বাহী পরিচালক দেব দুলাল রায় (আইসিটিডি) বলেন, অনলাইনে আয়কর রেয়াত ও অগ্রিম আয়কর সমন্বয়ের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হলেও বিভিন্ন সময়ে সফট্‌ওয়্যারের পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের প্রয়োজন হবে যা সফট্‌ওয়্যার ডেভেলপকারী টিমের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হবে।

ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার সফট্‌ওয়্যারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন

নির্বাহী পরিচালক মোঃ খসরু পারভেজ প্রধান কার্যালয়ের পাশাপাশি সকল অফিসে এ সফট্‌ওয়্যার চালুর গুরুত্ব উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, অনলাইনে আয়কর রেয়াত ও অগ্রিম আয়কর সমন্বয়ের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে বলে দ্রুততম সময়ে আয়কর নির্ধারণী বিবরণী ও কর কর্তনের সনদ প্রাপ্তি এবং পর্যাপ্ত সময় নিয়ে আয়কর রিটার্ন দাখিল সম্ভব হবে।

সভাপতি ও এক্সপেন্ডিচার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-১ এর পরিচালক মোস্তফা আজাদ কামাল তার বক্তব্যে আয়কর সংক্রান্ত One Stop Solution হিসেবে Online Tax Assessment Portal এর কাজ ইনকাম ট্যাক্স অ্যাসেসমেন্ট সেলের তত্ত্বাবধানে চলমান রয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

নারীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ত্বরান্বিতকরণ বিষয়ক কর্মশালা

বাংলাদেশ ব্যাংকের এনএফআইএস এডমিনিস্ট্রেটিভ ইউনিট (এনএইউ) এর উদ্যোগে ৩ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ রাঙ্গামাটির পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্সে আর্থিক পরিষেবা বঞ্চিত নারীদের বিভিন্ন আর্থিক পরিষেবা সম্পর্কে অবহিতকরণ এবং আর্থিক পরিষেবার আওতায় অন্তর্ভুক্তকরণের লক্ষ্যে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এনএইউয়ের পরিচালক শায়েমা ইসলামের সভাপতিত্বে 'নারীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ত্বরান্বিতকরণ'- কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক রূপ রতন পাইন। এনএইউয়ের অতিরিক্ত পরিচালক শাহানা ফেরদৌসীর সঞ্চালনায় ইউএনডিপির জেন্ডার স্পেশালিস্ট নাহিদ শারমিন এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির পরিচালক সুতপা চৌধুরীসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ কর্মশালার আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বক্তারা অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের গুরুত্ব তুলে ধরে প্রান্তিক নারীদের আর্থিক সেবার বর্তমান চিত্র, বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা এবং তা উত্তরণের উপায় নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। কর্মশালায় বক্তারা নারীদের জন্য বিশেষ ঋণ সুবিধা, ডিজিটাল আর্থিক সেবা ও ই-কমার্সের সুযোগ বৃদ্ধির ওপর জোর দেন। পাশাপাশি আর্থিক সাক্ষরতা বৃদ্ধি এবং নারীবান্ধব অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে আর্থিক সেবার সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়। কর্মশালায় আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বিশেষ বুথ স্থাপন করা হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সকল প্রান্তিক নারীদের সাথে নিয়ে ডেপুটি গভর্নর বুথসমূহ পরিদর্শন করেন। এছাড়া সুবিধাবঞ্চিত নারী ও স্থানীয় নারী উদ্যোক্তারা কর্মশালায় তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। অংশগ্রহণকারীদের জন্য একটি সচেতনতামূলক ক্যুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ব্যাংক, ফাইন্যান্স কোম্পানি, এমএফএসপি ও ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থার প্রতিনিধিসহ মোট ১২০ জন এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স: সহকারী পরিচালকের সনদপত্র বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির উদ্যোগে আয়োজিত ৩য় সমন্বিত বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স সহকারী পরিচালকের সনদপত্র বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠান ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে এ. কে. এন. আহমেদ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর ও একাডেমির পরিচালক মোহাম্মদ আমিনুর রহমান চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিবিটিএর পরিচালক খন্দকার আলি কামরান আল জাহীদ। এছাড়া, একাডেমির পরিচালকবৃন্দ, চিফ কোর্স কো-অর্ডিনেটর, অনুষদ সদস্য, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং প্রশিক্ষণার্থীগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া ও বিবিটিএর অনুষদ সদস্যদের সাথে ব্যাচ-১ এর প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

নির্বাহী পরিচালক ও বিবিটিএর অনুষদ সদস্যদের সাথে ব্যাচ-২ এর প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

অনুষ্ঠানে ব্যাচ-১-এর চিফ কোর্স কো-অর্ডিনেটর ও অতিরিক্ত পরিচালক সাহিদা সুলতানা কোর্সের ফলাফল ঘোষণা করেন। ব্যাচ-১-এ প্রথম স্থান অর্জন করেন মোঃ আবু সায়েম, সহকারী পরিচালক, ২য় স্থান অধিকার করেছেন, মোঃ আশিক আলী, সহকারী পরিচালক (গবেষণা) এবং ৩য় স্থান অধিকার করেন তাছলিমা আক্তার, সহকারী পরিচালক।

ব্যাচ-২-এর চিফ কোর্স কো-অর্ডিনেটর ও অতিরিক্ত পরিচালক এ. বি. এম. আনিসুজ্জামান ফলাফল ঘোষণা করেন। ব্যাচ-২-এ ১ম স্থান অধিকার করেন শারমিন চৌধুরী, সহকারী পরিচালক (গবেষণা), ২য় স্থান অধিকার করেন ফারাহ নাসরীন, সহকারী পরিচালক (গবেষণা) এবং ৩য় স্থান অধিকার করেছেন শাওলী পাল টিনা, সহকারী পরিচালক। চূড়ান্ত নম্বরপত্র অনুযায়ী দুইটি ব্যাচের মোট ৬৬ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে সম্মিলিতভাবে প্রথম স্থান অর্জন করেন শারমিন চৌধুরী, দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন ফারাহ নাসরীন এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করেন মোঃ আবু সায়েম।

বুক ডোনেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগার কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্মকর্তাদের জন্য নিয়মিতভাবে বুক ডোনেশন প্রোগ্রাম আয়োজন করে থাকে। এ ধারাবাহিকতায় ১১-১৩ জানুয়ারি ২০২৬ মেয়াদে বুক ডোনেশন প্রোগ্রাম বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত হয়। প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন গ্রন্থাগারের নির্বাহী পরিচালক (গবেষণা)-১ ড. মোঃ গোলজারে নবী, পরিচালক তাসনিম ফাতেমা এবং প্রোগ্রামে আগত ব্যাংকের কর্মকর্তা- কর্মচারীবৃন্দ।

বুক ডোনেশন প্রোগ্রামে প্রধান অতিথি ড. মোঃ গোলজারে নবী ও অংশগ্রহণকারীগণ

ভুটানে অনুষ্ঠিত রিস্ক-বেইজড সুপারভিশন (RBS) সেমিনার ফর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরস অ্যান্ড সিনিয়র ম্যানেজারস

সেমিনারে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক, পরিচালক, নেপাল ও ভুটানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

ভুটানের থিম্পুতে ১৩-১৫ জানুয়ারি ২০২৬ মেয়াদে IMF-SARTTAC এর আয়োজনে একটি উচ্চ পর্যায়ের সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারভিশন, রেগুলেশন ও আইসিটি সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর ছয়জন নির্বাহী পরিচালক এবং ২১ জন পরিচালক অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া নেপাল রাষ্ট্র ব্যাংক এবং রয়েল মনিটারি অথরিটি অব ভুটানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ এ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

ভুটানের থিম্পুতে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে একটি কান্ট্রি প্রেজেন্টেশন সেশন এবং দুইটি ভার্চুয়াল সেশনসহ মোট ১১টি সেশন অনুষ্ঠিত হয়। আইএমএফের ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর রেগুলেশন অ্যান্ড সুপারভিশন বিষয়ক পরামর্শক Otar Gorgodze সেশন পরিচালনা করেন। সেশনে তিনি সুপারভিশনের ব্যর্থতার কারণ ও এ থেকে উত্তরণের উপায়, আরবিএসের উন্নয়নের জন্য স্পেশালাইজেশ, ডিসেন্ট্রালাইজেশন, সিনার্জি ও পারসিমোনিয়াস নীতির রিস্ক বেইজড ব্যবহারের ভূমিকা, সুপারভাইজরি জাজমেন্টে কোয়ালিটি কন্ট্রোলের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন।

সেমিনারের প্রথম দুই দিনে অনুষ্ঠিত দুইটি ভার্চুয়াল সেশন পরিচালনা করেন P. R. Ravi Mohan, আইএমএফ এর ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর সুপারভিশন এক্সপার্ট এবং Robert McDowell, Head of the Supervision Framework Team of APRA (Australian Prudential Regulation Authority)।

সেশনে বক্তারা ভারত এবং অস্ট্রেলিয়ার আরবিএস বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়ন-পরবর্তী অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন। ২য় দিনে অনুষ্ঠিত কান্ট্রি প্রেজেন্টেশন বাংলাদেশ এবং ভুটানের পক্ষ থেকে স্ব স্ব দেশের আরবিএস বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা এবং বর্তমান অবস্থা তুলে ধরা হয়।

সেমিনারের উদ্বোধনী এবং সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রয়েল মনিটারি অথরিটি অব ভুটানের ডেপুটি গভর্নর Ugyen Choden। তিনি অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়নের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। IMF-SARTTAC-এর প্রতিনিধিসহ সেমিনারে উপস্থিত আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর কর্মকর্তাগণ ভবিষ্যতে এ ধরনের নলেজ শেয়ারিং ওয়ার্কশপ/সেমিনার নিয়মিত আয়োজনের অনুরোধ করেন। সেমিনারে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে অংশগ্রহণকারী আরবিএস সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ প্রতিটি সেশনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে রিস্ক বেইজড সুপারভিশন বাস্তবায়ন-পরবর্তী দায়িত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করেন।

ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের উদ্যোগে গল্প বলা প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ ব্যাংকের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের (ইএলসি) উদ্যোগে ৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে লাইব্রেরির প্রজেকশন কর্ণারে প্রথমবারের মতো গল্প বলা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিযোগিতাটি সঞ্চালনা করেন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের মতিঝিল অফিসের সভাপতি সুহেলী নার্গিস। অনুষ্ঠানে বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের অতিরিক্ত পরিচালক ও ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোঃ নজরুল ইসলাম এবং যুগ্ম পরিচালক ড. মোঃ রুবেল ইসলাম, মোঃ মাহবুবুর রহমান ও তৌহিদুল ইসলাম খান সৈকত।

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীরা তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও জীবনের গল্প উপস্থাপন করেন। গল্পের বিষয়বস্তু, বস্তুনিষ্ঠতা, ভাষাগত শুদ্ধতা, বাচনভঙ্গি, আবেগের অণুরণন, উপস্থাপনশৈলী, মঞ্চের যথাযথ ব্যবহার ইত্যাদি দক্ষতার ওপর ভিত্তি করে বিচারকমণ্ডলী বিজয়ীদের নির্বাচন করেন। বিচারক প্যানেল মোট এগারজন প্রতিযোগীর মধ্যে জিহাদ মান্নানকে বেস্ট স্টোরি টেলার হিসেবে নির্বাচিত করেন। এছাড়া, প্রথম ও দ্বিতীয় রানারআপ হিসেবে মনোনীত হন যথাক্রমে ফাতিমা খাতুন ও শামসুল হুদা সুজন।

অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্যে ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোঃ নজরুল ইসলাম বলেন, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যোগাযোগ দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস, সৃজনশীলতা ও নেতৃত্ব গুণের বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে নিয়মিত জ্ঞান চর্চার বিকল্প নেই।

প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের সাথে ক্লাবের সদস্যগণ

রাজশাহী অফিস

গ্রন্থাগার সেবা শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

কর্মশালায় প্রধান অতিথি ও প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের গ্রন্থাগার-এর উদ্যোগে বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিস কর্তৃক ১৮-১৯ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে প্রধান কার্যালয় লাইব্রেরির বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে কর্মকর্তাদের অবহিতকরণের লক্ষ্যে অফিসের সভাকক্ষে একটি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম ও প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ মামুনুর রশিদের সভাপতিত্বে প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নির্বাহী পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) মোঃ নাজিম উদ্দিন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত পরিচালকবৃন্দসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের গুরুত্বপূর্ণ নোটিং, সার্কুলার ও প্রশাসনিক পরিপত্রসহ বিভিন্ন তথ্য প্রাপ্তিতে Bangladesh Bank Institutional Repository (BBIR) সিস্টেমের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং মূল্যবান রেফারেন্সনির্ভর ডক্যুমেন্ট পেতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করেন। এছাড়া তিনি অফিসের কর্মকর্তাদের BBIR সিস্টেম ব্যবহারের আহ্বান জানান। প্রশিক্ষণ কর্মশালার সেশনসমূহ পরিচালনা করেন পরিচালক তাসনিম ফাতেমা, যুগ্মপরিচালক রাজীব মণ্ডল, উপপরিচালক নাঈমা মোস্তফা। প্রশিক্ষণ কোর্সে স্থানীয় সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন উপসহকারী পরিচালক (এক্স-ক্যাডার) মোঃ মেহেদী হাসান। ১৯ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সমাপনী অনুষ্ঠানে নির্বাহী পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) কানিজ ফাতেমা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সিলেট অফিস

গ্রন্থাগার সেবা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের গবেষণা বিভাগ (গ্রন্থাগার)-এর ইনস্টিটিউশনাল রিপোজিটরি/আর্কাইভ শাখা কর্তৃক অফিসের ডকুমেন্ট Bangladesh Bank Institutional Repository (BBIR) সিস্টেমে আর্কাইভিং এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগার সেবা সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে সিলেট অফিসের ট্রেনিং হলে ৭ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম এবং প্রশিক্ষণ অয়োজন করা হয়। সিলেট অফিসের অতিরিক্ত পরিচালক মোছাঃ ফেরদৌসী বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে নির্বাহী পরিচালক খালেদ আহমদ, বিশেষ অতিথি হিসেবে এ অফিসের পরিচালক আবদুস সালাম মাহমুদ এবং প্রধান কার্যালয়ের গবেষণা বিভাগ (গ্রন্থাগার)-এর অতিরিক্ত পরিচালক মুহাঃ মহিউদ্দিন হাওলাদার উপস্থিত ছিলেন।

অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামে সিলেট অফিসের উপসহকারী পরিচালক হতে অতিরিক্ত পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানটিতে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন সেবা যেমন ই-নিউজ ক্লিপিং, ই-বুক, ই-জার্নাল সেবাসহ Grammerly এবং OpenAthens-এ অ্যাকাউন্ট সুবিধা এবং Bangladesh Bank Institutional Repository (BBIR) সিস্টেমে আর্কাইভিং, কি ওয়ার্ড, এক্সেস লেভেল নির্ধারণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। পরবর্তীতে AFP কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্মপরিধি এবং BBIR সিস্টেমে আর্কাইভিংয়ের ব্যবহারিক দিক নিয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন প্রধান কার্যালয়ের গবেষণা বিভাগ (গ্রন্থাগার)-এর যুগ্মপরিচালকদ্বয় এ. কে. এম. নুরুল আলম এবং মোছাঃ আসমা উল হুসনা মনি।

খুলনা অফিস

গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি ও অন্য কর্মকর্তাবৃন্দ

ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানির গ্রাহকের অধিকার সুরক্ষা, গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জন, ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানির সুনাম অর্জন ও অক্ষুণ্ন রাখা এবং সর্বোপরি আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানি প্রতিনিধিদের সাথে ৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ খুলনা অফিসের গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্রের উদ্যোগে মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ রুকনুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা অফিসের পরিচালক (পরিদর্শন) এস. এম. কামালুজ্জামান কামাল। অনুষ্ঠানে গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্রের অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ রিয়াজুল হক পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দেন ও সভাপতিত্ব করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে খুলনা অফিসের আওতাধীন ৫২টি ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানির আঞ্চলিক প্রধান/শাখা ব্যবস্থাপক উপস্থিত ছিলেন।

কোর-৫ জোটঃ মার্কিন প্রেসিডেন্টের ভাবনা

শামসুল আরেফীন

ডিসেম্বর ২০২৫ মাসের প্রথম সপ্তাহে বিশ্ব অর্থনীতিতে একটি তোলপাড় করা ঘটনার জন্ম দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক পত্রিকা 'দি পলিটিকো'। ঘটনাটি হলো, হোয়াইট হাউজ কর্তৃক ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত ৩৩ পৃষ্ঠার দলিল 'ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি'তে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প 'কোর-৫' বা 'সি-৫' নামক একটি অর্থনৈতিক ও কৌশলগত জোট গঠনের পরিকল্পনা করছেন। কিন্তু জি-৭ বা জি-২০ জোটকে পাশ কাটিয়ে এবং যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের মিত্র যুক্তরাজ্য, কানাডা ও ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্তি ছাড়া প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হঠাৎ এ ধরনের প্রস্তাবনা কেন সামনে এনেছেন তা নিয়ে সারা বিশ্বে সরব আলোচনা চলছে।

প্রস্তাবিত সি-৫ জোটের কাঠামো ও গঠনের জটিলতা

দি পলিটিকোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, সি-৫ জোটের অন্তর্ভুক্ত থাকবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া, ভারত ও জাপান। এই দেশগুলোর প্রত্যেকের জনসংখ্যা ১০ কোটির বেশি। দেশগুলো জি-৭ জোটের মতোই প্রতি বছর একবার শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হবে। জোটের উদ্দেশ্য হবে অর্থনীতি, বিশ্ব নিরাপত্তা ও কৌশলগত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা। যেমন, প্রথম শীর্ষ সম্মেলনে মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তা, বিশেষত ইসরায়েল ও সৌদি আরবের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে সি-৫ জোটটির প্রস্তাবিত সদস্যদের নামগুলো বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। বিশ্লেষকরা বলছেন, চীনের সাথে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্পর্ক। ২০২৫ সালেই পেন্টাগন প্রথমবারের মতো রাশিয়াকে বাদ দিয়ে চীনকে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য প্রধান হুমকি হিসেবে অভিহিত করেছে। চীনের ক্রমবর্ধমান সামরিক সক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বড় মাথাব্যথার কারণ। চীনের সামরিক বাহিনীর মোট আকার ও যুদ্ধসরঞ্জামের সংখ্যা এবং নৌবাহিনীর যুদ্ধসরঞ্জামের সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে বেশি। বিমানবাহিনীর মান ও যুদ্ধ সক্ষমতায় যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ, তবে চীন এক্ষেত্রেও সক্ষমতা বৃদ্ধির জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

তাইওয়ানকে নিয়ে চীন-যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক মতপার্থক্য সম্প্রতি আরো তীব্র হয়েছে। তাইওয়ান বিশ্বের ৬০ শতাংশের বেশি সেমিকন্ডাকটর এবং প্রায় ৯০ শতাংশ উন্নত লজিক মাইক্রো চিপ রপ্তানি করে থাকে, সামরিক ও প্রযুক্তি খাতের ব্যবহারের জন্য যার উপর যুক্তরাষ্ট্রের নির্ভরশীলতা অনেকখানি। ডিসেম্বর ২০২৫ এ যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ানের নিকট ইতিহাসের সর্বোচ্চ ১১.১ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রির ঘোষণা দিয়েছে। এজন্য সরাসরি কোনো বক্তব্য প্রদান না করলেও যুক্তরাষ্ট্র বহু বছর যাবত অনুসৃত 'এক চীন' নীতি হতে সরে এসেছে বলেই মনে হয়। এছাড়া, দক্ষিণ চীন সাগরের আন্তর্জাতিক জলসীমার বিশাল অংশকে নিজেদের জলসীমার অংশ বলে দাবি করায় চীনের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধ রয়েছে।

অর্থনৈতিক দিক বিবেচনা করলে দেখা যায়, ২০২৫ সালে মার্কিন মিত্র ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন, জাপান ও যুক্তরাজ্যের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১৩৫১.৮ বিলিয়ন ডলার এবং এর বিপরীতে এই দেশগুলোর সাথে চীনের মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১২৫৪.০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র দেশগুলোর সাথে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চীন যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি প্রতিযোগী হয়ে উঠছে। তাছাড়া, উভয়পক্ষ পরস্পরের আমদানির উপর ট্যারিফ ও পাল্টা ট্যারিফ আরোপের হুমকি অব্যাহত রাখায় বাণিজ্যযুদ্ধের আশঙ্কা আরও তীব্র হচ্ছে।

অন্যদিকে, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর স্নায়ুযুদ্ধের অবসান হলেও রাশিয়ার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক সবসময়ই পারস্পরিক সন্দেহের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়ে গেছে। বিশেষত ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর রাশিয়াকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে সামরিক জোট ন্যাটোর ক্রমাগত পূর্বমুখী সম্প্রসারণ (১৯৪৯ সালে ১২টি দেশ নিয়ে গঠিত ন্যাটো জোটে ২০২৪ সাল পর্যন্ত আরো ২০টি দেশ যোগ দেয়, যাকে রাশিয়া নিজেদের জন্য মারাত্মক হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে); ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ইউক্রেনকে যুক্তরাষ্ট্রের বিপুল সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান এবং রাশিয়ার উপর সর্বকালের সবচেয়ে বেশি প্রায় ২৭,০০০ অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ; রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে বহু বিদেশি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রাশিয়ায় তাদের ব্যবসা বন্ধ করা; আন্তর্জাতিক লেনদেনের যোগাযোগ মাধ্যম সুইফট্ হতে রাশিয়াকে বের করে দেয়া; রাশিয়ার বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের প্রায় ৩০০ বিলিয়ন ডলার আটকে দেয়া ইত্যাদি কারণে উভয়পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে।

ভারতের সাথেও যুক্তরাষ্ট্রের কখনো সুসম্পর্ক আবার কখনো বিরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান। ঐতিহাসিকভাবে পাকিস্তানের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক পরাশক্তি চীনকে মোকাবিলায় আরেক উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তি ভারতের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়। এরই ফলে ভারত, জাপান ও অস্ট্রেলিয়াকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র 'কোয়াড্রিলেটারাল সিকিউরিটি ডায়ালগ' বা 'কোয়াড' গঠন করে। কিন্তু অন্য অনেক বিষয়ের পাশাপাশি ব্রিকস্ জোটে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ; রাশিয়ার উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে রাশিয়া থেকে কম দামে জ্বালানি তেল কিনে বিশ্ববাজারে বিক্রি; মার্কিন ডলারের পরিবর্তে আমদানি-রপ্তানিতে নিজস্ব মুদ্রা ব্যবহারে ভারতের প্রচেষ্টা এবং সর্বশেষ রাশিয়ার নিকট হতে তেল কেনায় যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের কিছু রপ্তানি পণ্যের উপর পূর্বের ২৫ শতাংশের অতিরিক্ত আরও ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ ইত্যাদি কারণে উভয়পক্ষের মধ্যে সম্পর্কে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে (ফেব্রুয়ারি ২০২৬ মাসে রাশিয়ার নিকট হতে তেল কেনা কমানোর প্রতিশ্রুতির পর এটি ১৮ শতাংশে কমিয়ে আনা হয়েছে)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সুসম্পর্ক রয়েছে। জাপানে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৃহৎ সামরিক ঘাঁটিসহ ১২০টি সামরিক স্থাপনা এবং প্রায় ৫৫,০০০ সেনাসদস্য। কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসনের দ্বিতীয় মেয়াদে জাপান পণ্য আমদানির উপর ১৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৫৫০ বিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ বিনিয়োগের চুক্তি করার জন্য জাপানকে একরকম বাধ্য করা হয়। ফলে উভয়পক্ষের মধ্যে সম্পর্কে কিছুটা টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়।

জাপান ও চীন পরস্পরের অন্যতম প্রধান বাণিজ্য অংশীদার এবং ২০২৪ সালে উভয়পক্ষের মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ২৯২.৬ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছালেও (একই বছরে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে জাপানের বাণিজ্যের পরিমাণ ৩২১.৬ বিলিয়ন ডলার) ১৯৩৭-১৯৪৫ সালের দ্বিতীয় সিনো-জাপানিজ যুদ্ধে চীনের বিপুল এলাকা দখল, চীনা নাগরিকদের উপর জাপানি সৈন্যদের অত্যাচার ইত্যাদি কারণে উভয়পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস রয়েই গেছে (বিশ্বযুদ্ধে আত্মসমর্পণের পর জাপান, চীন ও তাইওয়ান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে। উল্লেখ্য, ১৮৯৫ হতে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তাইওয়ান জাপানের দখলে ছিল)। চীন কখনো তাইওয়ান আক্রমণ করলে তাইওয়ানকে সামরিক সহযোগিতা দেয়ার বিষয়ে গত নভেম্বর ২০২৫ এ জাপানি প্রধানমন্ত্রী তাকাইচি সানা বক্তব্য দেয়ায় চীনের সাথে তাদের সম্পর্ক আরও খারাপ হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়ার পূর্বাঞ্চলের কুরিল দ্বীপপুঞ্জের দখল করা চারটি দ্বীপের মালিকানা নিয়ে জাপানের সাথে রাশিয়ার বিরোধ রয়েছে। আবার ২০২২ সালে ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে রাশিয়ার উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞায়

জাপানও যোগ দেয়ায় তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের সম্ভাবনা আপাতত নেই বলেই মনে হয়।

এজন্যই 'দি পলিটিকো'তে সি-৫ বিষয়ক প্রতিবেদনটি ছাপা হওয়ার পর এটি বিশ্বব্যাপী অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে।

প্রস্তাবিত সি-৫ রাষ্ট্রগুলোর অর্থনীতি

সি-৫ জোটের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে জিডিপির হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের শীর্ষ, চীন দ্বিতীয়, জাপান চতুর্থ, ভারত পঞ্চম ও রাশিয়া নবম বৃহৎ অর্থনীতির রাষ্ট্র। আইএমএফের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৫ সালের শেষে এই পাঁচটি দেশের সম্মিলিত জিডিপির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬০.৮ ট্রিলিয়ন ডলার, যা বিশ্বের শীর্ষ ১০০টি অর্থনীতির দেশের মোট জিডিপি ১১৫.৬৫ এর ৫২.৫৭ শতাংশ। একই বছরে সারা বিশ্বের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩.০ শতাংশ; কিন্তু এই পাঁচটি দেশের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩.০২। ভৌগোলিক আয়তন বিবেচনা করলে দেখা যায়, এই পাঁচটি দেশ মোট ৩৮.৯ মিলিয়ন বর্গ কি.মি. এলাকা অধিকার করে আছে, যা বিশ্বের মোট স্থলভাগ ১৪৮.৯ মিলিয়ন বর্গ কি.মি. এর ২৬.১২ শতাংশ। এরপর রয়েছে জনসংখ্যা। এই পাঁচটি দেশের মোট জনসংখ্যা প্রায় ৩৪৮ কোটি, যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যা ৮৩০ কোটির ৪২ শতাংশ।

এই পাঁচটি দেশের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীন বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান চালিকা শক্তি। যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও জাপান বিশ্ববাজারে পণ্য সরবরাহকারী প্রধান দেশগুলোর অন্যতম। বিপুল জনসংখ্যার দেশ হওয়ার কারণে এই দেশগুলোর রয়েছে নিজস্ব বিশাল বাজার। ফলে এরা বিশ্বের পণ্য রপ্তানি ও বিনিয়োগের অন্যতম প্রধান গন্তব্যস্থল। এছাড়াও এই দেশগুলোর প্রযুক্তি ও প্রকৌশলগত অনন্য দক্ষতা রয়েছে। ফলে জি-৭ বা ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের মতো উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোর পরিবর্তে ভবিষ্যতে এই দেশগুলো বিশ্ব অর্থনীতির নেতৃত্বে আসার ব্যাপক সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এই বাস্তবতাই মার্কিন প্রেসিডেন্টকে সি-৫ জোট নিয়ে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করেছে বলে ধারণা করা হয়।

জি-৭ জোটের প্রাসঙ্গিকতা

১৯৭৩ সালে কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি, জাপান, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে 'গ্রুপ অব সেভেন' বা 'জি-৭' জোট গঠিত হয়। এই দেশগুলোকে বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত সাতটি দেশের জোট হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই জোটের দেশগুলোর প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীগণ বছরে একবার শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হয়ে বাণিজ্য, নিরাপত্তা, অর্থনীতি, জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে থাকেন। ১৯৯৭ সালে রাশিয়াকে এই জোটের অন্তর্ভুক্ত করায় এটি জি-৮ এ রূপান্তরিত হয়, কিন্তু ২০১৪ সালে রাশিয়া ইউক্রেনের ক্রিমিয়া অঞ্চল দখল করায় একই বছরে দেশটিকে জোট থেকে বহিষ্কার করা হয়।

জি-৭ জোটের দেশগুলোর মোট জিডিপি ২০২৫ সালে ছিল প্রায় ৫২.০৬ ট্রিলিয়ন ডলার ও জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল মাত্র এক শতাংশ। এই দেশগুলোর জনসংখ্যা প্রায় ৭৮ কোটি; যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশ। জি-৭ দেশগুলোর স্থলভাগের মোট আয়তন প্রায় ২০ মিলিয়ন বর্গ কি.মি. এবং বিশ্বের মোট স্থলভাগের প্রায় ১৫ শতাংশ এই দেশগুলোর অধীনস্ত। ২০২৪ সালে জি-৭ জোটের দেশগুলোর মোট রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৬.৭ ট্রিলিয়ন ডলার ও মোট আমদানির পরিমাণ ছিল ৮.৫ ট্রিলিয়ন ডলার।

সার্বিক বিবেচনায় দেখা যাচ্ছে, মোট জিডিপির আকার, জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার, মোট জনসংখ্যা তথা বাজারের আয়তন, মোট স্থলভাগের আয়তন, প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তির বিবেচনায় জি-৭ জোটের চেয়ে বিবেচনাধীন সি-৫ জোট অনেক এগিয়ে আছে।

জি-২০ জোট গঠন

বিশ শতকের শেষভাগ হতে কিছু দ্রুত বর্ধনশীল দেশ বিশ্বের বাণিজ্য, অর্থনীতি ও রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠায় ১৯৯৯ সালে ১৯টি সার্বভৌম দেশ ও ইউরোপীয়ান ইউনিয়নকে নিয়ে জি-২০ জোট গঠিত হয়। পরবর্তীতে আফ্রিকান ইউনিয়নকেও এই জোটের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর বাইরেও নেদারল্যান্ড, স্পেন, জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক ও আসিয়ান দেশগুলো আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে জি-২০ জোটের শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে থাকে।

মূলত আর্থিক স্থিতিশীলতা, জলবায়ু পরিবর্তন, টেকসই উন্নয়ন ইত্যাদি লক্ষ্যকে সামনে রেখে জি-২০ জোট গঠন করা হয়। এই জোট বিশ্বের মোট জিডিপির ৮৫ শতাংশ, বিশ্ব বাণিজ্যের ৭৫ শতাংশ, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশ এবং বিশ্বের মোট স্থলভাগের ৬০ শতাংশের অধিকারী। জি-৭ জোটের সকল সদস্য এই জোটের অন্তর্ভুক্ত থাকায় এবং এই জোটে বৈশ্বিক প্রতিনিধিত্ব অনেক বেশি হওয়ায় এই জোটের উত্থানের ফলে জি-৭ জোটের প্রাসঙ্গিকতা বহুলাংশে হ্রাস পায়। তবে অনেক তুলনামূলকভাবে উন্নত দেশ এই জোটে অন্তর্ভুক্ত না থাকা, গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে ঘাটতি ইত্যাদি কারণে এই জোটটি এখনও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

ব্রিকস জোটের উত্থান

ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত ও চীনকে নিয়ে 'ব্রিক' জোট গঠিত। ১৯৯৮ সালে সর্বপ্রথম রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়াভগেনি প্রিমাকভ ব্রিক জোটের ধারণা প্রকাশ করেন। তবে এর প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২০০৯ সালে। ২০১০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার যোগদানের ফলে জোটটি 'ব্রিকস' নামে পরিচিত হয়। ২০২৪ সালে মিশর, ইথিওপিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইরান এবং ২০২৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার ব্রিকসে যোগদানের ফলে বর্তমানে দশটি দেশ জোটটির সদস্য।

ব্রিকস জোটের দেশগুলোতে রয়েছে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৪৬ শতাংশ; মোট স্থলভাগের ২৫ শতাংশ এবং মোট বিশ্ব জিডিপির ৩৬ শতাংশ। এই জোটের জিডিপি প্রবৃদ্ধির গড় হার ৪-৫ শতাংশ। ১৯৯০ হতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ৩০ বছরে এই দেশগুলোর মোট জিডিপি বেড়েছে ৩৫৬.২৭ শতাংশ। ২০২৪ সালে এই দেশগুলোর মোট রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৫.৫ ট্রিলিয়ন ডলার ও আমদানির পরিমাণ ছিল ৪.৮ ট্রিলিয়ন ডলার। বৃটিশ মিডিয়া কোম্পানি 'দি ইকোনোমিস্ট গ্রুপের 'ইকোনোমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটে'র প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্রিকস জোটের দেশগুলোর অর্থনীতির মোট আকার ২০৪৫ সাল নাগাদ জি-৭ জোটের অর্থনীতিকে ছাড়িয়ে যাবে।

কিছু বিশ্লেষক ব্রিকসকে জি-৭ এর বিকল্প এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। আবার কেউ কেউ একে চীন-রাশিয়ার নেতৃত্বাধীন ইউরোপ ও আমেরিকা বিরোধী একটি সংগঠন হিসেবে অভিহিত করেন। এর প্রধান কারণ হলো, ১৯৯৮ সালে প্রথম ব্রিকসের ধারণা প্রকাশ পেলেও মূলত গত ১৫ বছরে ব্রিকসের কার্যক্রম জোরেশোরে শুরু হয়। এর ফলে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের বিকল্প হিসেবে উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান 'নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা, তারল্য সংকট ও ব্যালেন্স অব পেমেন্টের চাপ কমাতে স্বল্পমেয়াদি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে 'ব্রিকস কন্টিনজেন্ট রিজার্ভ এ্যারেঞ্জমেন্ট' স্থাপন, 'সুইফট' এর বিকল্প হিসেবে 'ব্রিকস পে'র (বা 'ব্রিকস ব্রিজ') প্রতিষ্ঠা এবং মার্কিন ডলারের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে নিজস্ব মুদ্রায় বাণিজ্য সম্পাদন বা একটি একক মুদ্রা প্রচলন (ডিডলারাইজেশন) ইত্যাদি প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ফলে বিশ্বব্যাপী পশ্চিমা আধিপত্য ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। এই বাস্তবতা যুক্তরাষ্ট্রকে সি-৫ দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে নতুনভাবে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করছে বলে মনে হয়।

উপসংহার

জি-৭ জোটের আধিপত্য হ্রাস; জি-২০, ব্রিকস ও গ্লোবাল সাউথ দেশগুলোর অর্থনৈতিক উত্থান; ইউরোপের নিম্নমুখী অর্থনীতি; বিরল খনিজসহ চীনা শিল্পপণ্যের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে পশ্চিমা বিশ্বের ব্যর্থতা; বিশ্ব উৎপাদনের কেন্দ্র পশ্চিম হতে ক্রমে পূর্বে স্থানান্তর; ট্রাম্প প্রশাসনের দ্বিতীয় মেয়াদে বিশ্বের বহু দেশের বাণিজ্যের উপর প্রত্যক্ষ ও সেকেন্ডারি শুল্ক আরোপ (যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা আরোপিত কোনো দেশ হতে ভিন্ন কোনো দেশ পণ্য আমদানি করলে তার উপরও শুল্ক প্রযোজ্য হওয়া); বহুমাত্রিক বিশ্বের ধারণা ক্রমেই জোরালো হওয়া; বিশ্ব বাণিজ্য ও বিনিয়োগে ডলারের উপর নির্ভরশীলতা কমানোর ব্যাপক প্রচেষ্টা (১৯৯৯ সালে বিশ্বের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ৭১ শতাংশ ছিল ডলারে, যা ২০২৪ সালে কমে দাঁড়ায় ৫৭ শতাংশে) ইত্যাদি কারণে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চিমা বিশ্বের প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। ফলে বহু বছরের পশ্চিমা বন্ধুরাষ্ট্রগুলোকে হতচকিত করে নিজেদের অর্থনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থে ডোনাল্ড ট্রাম্প সি-৫ এর মতো জোটের কথা ভাববেন এটা খুব একটা অস্বাভাবিক বিষয় বলে মনে হয় না। তবে সি-৫ দেশগুলোর নিজেদের মধ্যকার ব্যাপক রাজনৈতিক বিভেদ কাটিয়ে ট্রাম্প এই জোট গঠনকে কতটা এগিয়ে নিতে পারবেন সেটাই এখন দেখার বিষয়।

■ *লেখক: নির্বাহী পরিচালক, প্র.কা*

ভাষার মাস আশার মাস

ফাহমিদা আয়েশা

ভাষার মাস আমাদের হৃদয়ের মাস। একুশে ফেব্রুয়ারি শুধু একটি তারিখ নয়, এটি আমাদের অস্তিত্বের শিকড়, আমাদের আত্মপরিচয়ের দীপ্তি। ১৯৫২ সালের সেই রক্তঝরা সংগ্রাম আজ বিশ্বজুড়ে মাতৃভাষার মর্যাদার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলার তরুণেরা বুকের রক্ত দিয়ে শিখিয়েছে–ভাষা মানে জীবন, ভাষা মানে আশা। তাই একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের কাছে শোকের নয়, আশার দিন। এই দিন আমাদের মনে করিয়ে দেয়–যে জাতি নিজের ভাষার জন্য প্রাণ দিতে পারে, সে জাতিকে কোনো শক্তি দমিয়ে রাখতে পারে না।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আজ বিশ্ববাসীকে শেখায়–প্রতিটি ভাষাই মানবতার সম্পদ। প্রতিটি মাতৃভাষা তার জনগণের আত্মা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ধারক। ভাষার বৈচিত্র্যই পৃথিবীর সৌন্দর্য, আর সেই বৈচিত্র্য রক্ষার দায়িত্ব আমাদের সবার।

ভাষার মাস তাই আশার মাস–

- আশা, যেন প্রতিটি শিশু তার মাতৃভাষায় শিক্ষা পায়।
- আশা, যেন প্রতিটি মানুষ তার ভাষায় স্বপ্ন দেখতে পারে।
- আশা, যেন পৃথিবীর সব ভাষা টিকে থাকে, ফুলের মতো ফুটে থাকে।
- ভাষার মাস আমাদের ইতিহাসের মাস, আত্মপরিচয়ের মাস। একুশে ফেব্রুয়ারি শুধু একটি তারিখ নয়–এটি বাঙালির আত্মত্যাগ, সংগ্রাম ও গৌরবের প্রতীক।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাংলা ভাষার অবস্থান নিয়ে সংকট শুরু হয়। তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা করলে বাংলাভাষী জনগণ প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। ১৯৪৮ সালের মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রথম প্রতিবাদ করে এবং পরবর্তী কয়েক বছরে আন্দোলন ক্রমেই তীব্র হয়।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি (৮ ফাল্গুন ১৩৫৮) ঢাকায় ছাত্ররা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে মিছিল করলে পুলিশ গুলি চালায়। শহীদ হন রফিক, জব্বার, শফিউর, সালাম, বরকতসহ অনেক তরুণ। তাঁদের রক্তে রঞ্জিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলা প্রাঙ্গণ। এই আত্মত্যাগের ফলে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পায়।

বাংলার এই আত্মত্যাগ বিশ্ববাসীকে মাতৃভাষার গুরুত্ব বোঝায়। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। ২০০২ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এটি আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। আজ বিশ্বের প্রতিটি দেশে ২১ ফেব্রুয়ারি পালিত হয় মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার প্রতিজ্ঞা নিয়ে।

ভাষার মাস আমাদের মনে করিয়ে দেয়–

- ভাষা মানে আত্মপরিচয়, সংস্কৃতি ও ইতিহাস।
- মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা মানে মানবতার প্রতি ভালোবাসা।
- প্রতিটি ভাষা পৃথিবীর সৌন্দর্যের অংশ, তাই বিলুপ্তপ্রায় ভাষা রক্ষার দায়িত্ব আমাদের সবার।

একুশে ফেব্রুয়ারি তাই শোকের নয়, আশার দিন। শহীদদের রক্তে লেখা এই ইতিহাস আমাদের শেখায়–যে জাতি ভাষার জন্য প্রাণ দিতে পারে, সে জাতি কখনো পরাজিত হয় না।

একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের শেখায়–ভাষার প্রতি ভালোবাসা মানে মানবতার প্রতি ভালোবাসা। তাই আসুন, আমরা সবাই মিলে প্রতিজ্ঞা করি: মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করব, ভাষার বৈচিত্র্যকে সম্মান করব, আর ভাষার আলোয় গড়ে তুলব আশার পৃথিবী।

■ *লেখক: অতিরিক্ত পরিচালক, ডিসিপি, প্র.কা*

স্থাবর সম্পদের মূল্যস্ফীতি: বৈধতা, বৈষম্য ও টেকসই অর্থনীতির সংকট

মোঃ নুরুল আলম

বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনীতির একটি বহুল আলোচিত শব্দ মূল্যস্ফীতি। সাধারণত খাদ্যদ্রব্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির বিষয়টিই মূল্যস্ফীতির আলোচনায় মুখ্য হয়ে ওঠে, কারণ এর সরাসরি প্রভাব পড়ে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে যে বিষয়টি প্রায়ই উপেক্ষিত থেকে যায়, তা হলো স্থাবর সম্পদের মূল্যস্ফীতি–অর্থাৎ জমি, ফ্ল্যাট কিংবা ভবন ইত্যাদির দাম অনিয়ন্ত্রিতভাবে বেড়ে যাওয়া। জমি, ফ্ল্যাট কিংবা অন্যান্য স্থাবর সম্পদের দাম অনিয়ন্ত্রিতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার পেছনে রয়েছে বৈষম্য, দুর্নীতি এবং দুর্বল নীতিকাঠামো। এই প্রবণতা শুধু অর্থনৈতিক ভারসাম্যই নষ্ট করছে না, এটি সমাজে নৈতিক ও সামাজিক সংকটও তৈরি করছে।

বাংলাদেশে বহু মানুষ সারাজীবনের সঞ্চয় দিয়ে একটি জমি বা ফ্ল্যাট কেনাকে অন্যতম অর্জন মনে করে। কিন্তু ধনীদের একটি ক্ষুদ্র অংশ যখন বৈধ-অবৈধ যেকোনো উপায়ে অগাধ অর্থসম্পদের মালিক হয়ে ওঠে, তখন তারা জমি ও ফ্ল্যাটের বাজারে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করে। এর ফলে সাধারণ মানুষ জীবনের শেষ সঞ্চয় দিয়েও বাসস্থান কেনার সামর্থ্য হারায়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০২২ সালের তথ্য অনুযায়ী, সবচেয়ে ধনী দশ শতাংশ মানুষ দেশের মোট আয়ের ৪১ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে, আর সবচেয়ে দরিদ্র দশ শতাংশ আয় করে মাত্র ১.৩১ শতাংশ। ২০২২ এর জরিপ অনুযায়ী বৈষম্যের নির্দেশক গিনি সহগ ০.৪৯৯-যা একধাপ বাড়লেই বাংলাদেশ 'উচ্চ বৈষম্যপূর্ণ দেশ'-এর তালিকায় পড়বে।

বাংলাদেশের ভূখণ্ডের একটি বড় অংশ বনভূমি, নদী, সড়ক, খেলার মাঠ বা বিভিন্ন স্থাপনার আওতায় পড়ে, ফলে প্রকৃত বসবাসযোগ্য জমির পরিমাণ খুবই সীমিত। এই সীমিত জমি যখন কিছু মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে, তখন সাধারণ মানুষের জন্য জমি বা ফ্ল্যাট কেনা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। আবার 'জমিতে লোকসান নেই' প্রচলিত এই ধারণা জমিকে সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক বিনিয়োগ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ফলে কিছু লোকের হাতে জমির একচেটিয়া মালিকানা জমির বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করছে। ফলে দাম বাড়ে অতিরঞ্জিত হারে এবং স্থাবর সম্পদের মূল্যস্ফীতি ত্বরান্বিত হয়। অতি ধনী শ্রেণির কিছু মানুষের সম্পদপ্রীতির কারণে জমির মূল্য দুই তিন বছরের মধ্যে দ্বিগুণ হয়েছে, যা অকল্পনীয় ও অনভিপ্রেত। সরকারকে ফাঁকি দিয়ে অবৈধভাবে অর্জিত অর্থের মাধ্যমে তারা সম্পদ গড়ছেন। আবার সম্পদের মূল্য অনুযায়ী রাজস্ব প্রদানের ক্ষেত্রেও সরকারকে ফাঁকি দিচ্ছেন বা উপযুক্ত বিধিবিধানের অভাবে সরকার উল্লেখযোগ্য রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

বর্তমানে 'ভূমি সংস্কার আইন, ২০২৩' অনুযায়ী একজন ব্যক্তি বা পরিবারের জন্য কৃষি জমি অর্জনের সীমা নির্ধারিত থাকলেও আবাসিক ফ্ল্যাট বা অকৃষি জমির ক্ষেত্রে কোনো সীমা বা বিধিনিষেধ নেই। ফলে অবৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থ দ্বারা কেউ কেউ অনিয়ন্ত্রিতভাবে শত শত ফ্ল্যাট বা জমি কিনে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য নষ্ট করছেন, যা বাজারে মূল্যস্ফীতির অন্যতম কারণ হয়ে উঠছে। অন্যদিকে যাদের প্রকৃত বাসস্থান দরকার, তারা জমি ও ফ্ল্যাটের চরম মূল্যস্ফীতির কারণে তা কেনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অর্থাৎ এক শ্রেণির মানুষ মাথা গোঁজার ঠাঁই পাচ্ছে না, আরেক শ্রেণির মানুষ অঢেল জমি বা সম্পদের মালিক হয়ে গেছেন। এভাবেই স্থাবর সম্পদের মূল্যস্ফীতির মূল চালক হয়ে উঠেছে ক্রমবর্ধমান আয় বৈষম্য এবং অবৈধ অর্থপ্রবাহ যা সামাজিক বৈষম্যকে গভীর করে তুলছে।

স্থাবর সম্পদের মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থের বিনিয়োগ বা সহজে প্লেসমেন্ট করার সুবিধা। দলিল নিবন্ধনের সময় সরকার নির্ধারিত 'মৌজা মূল্য' অনুযায়ী নিবন্ধন হয়, যা প্রকৃত বাজারমূল্যের চেয়ে চার-পাঁচ গুণ বা আরও কম। ফলে সরকার বিপুল রাজস্ব হারায়, আর দুর্নীতিবাজরা সহজেই 'কালো টাকা' বিনিয়োগ করে তা বৈধ করার পথ খুঁজে পায়। এই প্রক্রিয়া দুর্নীতিকে উৎসাহিত করে এবং সম্পদের একচেটিয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে।

২০১৫ সালে নির্ধারিত ভূমি উন্নয়ন কর আজও অপরিবর্তিত রয়েছে, যদিও জমির মূল্য কয়েকগুণ বেড়েছে। ফলে স্বল্প কর দিয়ে কোটি কোটি টাকার জমি অনুৎপাদনশীল অবস্থায় ফেলে রাখা হচ্ছে, যা সরবরাহ সংকট সৃষ্টি করে এবং মূল্যস্ফীতি বাড়িয়ে তোলে। এটি ধনী-গরিব বৈষম্যকেও প্রকট করে তোলে।

অনেকে ব্যাংক থেকে ব্যবসার জন্য ঋণ নিয়ে তা জমি বা ফ্ল্যাটে বিনিয়োগ করেন। কারণ জমির মূল্য স্বল্প সময়েই কয়েকগুণ বেড়ে যায়, যা ব্যবসার ঝুঁকির তুলনায় অনেক বেশি লাভজনক। আবার ঋণের টাকায় ক্রয়কৃত জমি বন্ধক না থাকায় তারা লোকসান দেখিয়ে সুদ মওকুফের সুবিধাও নিচ্ছেন। অনেক সময়

অসৎ ব্যাংকারদের যোগসাজশেও এ প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। এর ফলে একদিকে ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ বেড়েছে, অন্যদিকে অর্থনীতিতে উৎপাদনশীল বিনিয়োগ কমছে। বর্তমানে খেলাপি ঋণ দেশের মোট ঋণের ২০ শতাংশেরও বেশি। এ সকল খেলাপি গ্রাহকদের প্রায়ই বলতে শোনা যায়, তাদের ব্যবসায়ে লোকসানের কারণে তারা ঋণ পরিশোধ করতে পারছেন না। ঢাকাসহ বড় বড় শহর এমনকি গ্রামেগঞ্জের ভূমি জরিপে দেখা যাবে এসব খেলাপি গ্রাহকদের নামে-বেনামে হাজার হাজার একর জমি রয়েছে। দেশের বৃহৎ খেলাপির দু'চারজন গ্রাহকের ঋণ এবং দেশ-বিদেশে তাদের সম্পদের নিরপেক্ষ তদন্ত বা ভূমি জরিপ করলে দেখা যাবে নামে-বেনামে গৃহীত ঋণের একটি বৃহৎ অংশই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জমি বা ফ্ল্যাট ক্রয়ে ব্যবহৃত হয়।

বিদ্যমান বিধিবিধান অনুযায়ী কেউ কোনো সম্পদ অর্জন করলে আয়কর নথিতে সেটির উৎস দেখাতে হয়। ব্যবসার জন্য নেওয়া ঋণ দিয়ে কেউ যদি জমি বা ফ্ল্যাট কেনেন এবং ক্রয়কৃত সম্পদ ব্যবসা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ক্রয় দেখিয়ে ব্যাংক থেকে নেয়া ঋণকে তার উৎস হিসেবে দেখানো হয়, তাহলে সেটি আয়কর আইনে অবৈধ হিসেবে গণ্য করার সুযোগ থাকে না। ফলে স্থাবর সম্পদের বাজার অস্বচ্ছ হয় এবং দুর্নীতিবাজরা কোনোরকম শাস্তি ও জবাবদিহি ছাড়াই এই খাতে অর্থ বিনিয়োগ করেন।

আবাসিক কাজে ব্যবহারযোগ্য জমিতে বিনিয়োগের প্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় এবং অল্প কিছু মানুষের হাতে প্রচুর জমি পুঞ্জীভূত হওয়ায় এগুলোর একটি বড় অংশ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। অনেকক্ষেত্রে কিছু ব্যক্তি জমি কিনে বাড়ি না করে অধিক মুনাফার আশায় অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রাখেন। আবাসন সংকটও তীব্র হয়। ঢাকাসহ বড় শহরগুলোতে প্রয়োজনীয় ফ্ল্যাটের অভাবে ভাড়াবাড়ির উপর চাপ বেড়ে গেছে। এর ফলে অযৌক্তিক হারে বাসা ভাড়া বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষ চরম ভোগান্তিতে পড়ছে।

সম্পদ বিভিন্নভাবে অর্জিত হতে পারে-নিজের উপার্জিত অর্থ, উত্তরাধিকারসূত্রে বা দানের মাধ্যমে। যেভাবেই অর্জিত হোক না কেন, আয়কর নথিতে তা উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক। নিজের উপার্জনের ক্ষেত্রে এর উৎস ও প্রমাণ দিতে হয়, দানের ক্ষেত্রেও দানকারীর আয়কর নথিতেও সে সম্পদের প্রমাণ থাকতে হয়। কিন্তু উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের জন্য মৃত ব্যক্তির আয়কর নথি যাচাইয়ের বাধ্যবাধকতা নেই। ফলে দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত স্থাবর সম্পদ পরবর্তীতে উত্তরাধিকারসূত্রে বৈধ সম্পদে পরিণত হচ্ছে। এতে এক প্রজন্মের দুর্নীতি পরবর্তী প্রজন্মে বৈধতা পায়। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের জন্য মৃত ব্যক্তির আয়কর নথি যাচাইয়ের বাধ্যবাধকতা না থাকায় অনেকে তার অবৈধ অর্থে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য জমি-ফ্ল্যাট কিনে রাখছে এবং আয়কর নথিতেও গোপন করছেন বা আয়কর রিটার্নই দাখিল করছেন না।

শুধুমাত্র অবৈধ অর্থ নয়, বর্তমানে বৈধভাবে উপার্জিত অর্থও উৎপাদনশীল খাতে না গিয়ে জমি ও ফ্ল্যাটে বিনিয়োগ হচ্ছে। উদ্যোক্তারা ঝুঁকি না নিয়ে স্থাবর সম্পদে অর্থ ঢালছেন, যা কর্মসংস্থান বা নতুন শিল্পের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করছে। এতে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়ছে, প্রবৃদ্ধির গতি শ্লথ হচ্ছে।

সবশেষে বলা যায়, স্থাবর সম্পদের মূল্যস্ফীতি শুধু মাত্র অর্থনৈতিক ইস্যু নয় বরং এটি সামাজিক ও নৈতিক সংকটে রূপ নিয়েছে। বৈধ-অবৈধ অর্থের অনিয়ন্ত্রিত প্রবাহ, কর ফাঁকি, দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষকতা ও নীতিগত শৈথিল্য মিলিয়ে স্থাবর সম্পদের বাজারে একধরনের দুষ্টচক্র তৈরি হয়েছে। এটি আয় বৈষম্য বাড়াচ্ছে, অর্থনীতির উৎপাদনশীল খাতগুলোকে পিছিয়ে দিচ্ছে এবং সামাজিক ন্যায়ের পরিপন্থী এক বাস্তবতা সৃষ্টি করছে। সময় এসেছে এই চক্র ভাঙার, নইলে উন্নয়নের চেয়ে বৈষম্যই হয়ে উঠবে আমাদের ভবিষ্যতের নিয়তি।

সুপারিশ: স্থাবর সম্পদের লাগামহীন মূল্যস্ফীতি অর্থনীতির ভারসাম্যহীনতা, সামাজিক বৈষম্য এবং নৈতিক অধঃপতনের দিকে আমাদের ঠেলে দিচ্ছে। এই সংকট সমাধানে শুধু নীতিগত নির্দেশনা নয়, প্রয়োজন সময়োপযোগী ও কার্যকর পদক্ষেপ। নিচে কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করা হলো, যা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হলে স্থাবর সম্পদের বাজার নিয়ন্ত্রণ, কর কাঠামোর স্বচ্ছতা, দুর্নীতি রোধ এবং টেকসই ও ন্যায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক পরিবেশ গঠনে সহায়ক হতে পারে।

ক) ব্যক্তি বা পরিবার যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি, বাড়ি বা ফ্ল্যাট ক্রয় করতে না পারে–তা নিশ্চিত করতে সিটি কর্পোরেশন, জেলা, উপজেলা ইত্যাদি পর্যায়ে সম্পদ অর্জন/মালিকানায় রাখার সীমা নির্ধারণ করা জরুরি, বিশেষ করে ঢাকা শহরে;

খ) প্রকৃত বাজারমূল্য অনুযায়ী মৌজা মূল্য নির্ধারণ করতে হবে অথবা প্রকৃত মূল্যেই জমির নিবন্ধন করার ব্যবস্থা করতে হবে। একইসাথে বাস্তবতার নিরিখে জমির নিবন্ধন খরচ পুনঃনির্ধারণ করা যেতে পারে। এতে একদিকে সরকার রাজস্ব আদায়ে সক্ষম হবে, অন্যদিকে নিবন্ধন খরচ কমিয়ে প্রকৃত মূল্য অনুযায়ী লেনদেনের প্রবণতা বাড়বে;

গ) মৃত ব্যক্তির অপ্রদর্শিত সম্পদ বাজেয়াপ্তের বিধান চালু করা প্রয়োজন। কেউ মারা গেলে তার আয়কর বিবরণীতে উল্লেখ না থাকা সম্পদ (অপ্রদর্শিত) বাজেয়াপ্ত করার বিধান চালু করা গেলে দুর্নীতি ও আয়কর ফাঁকি কমবে ও রাজস্ব আয় বাড়বে;

ঘ) দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ যাতে কোনোভাবেই নিরাপদ ও ঝুঁকিবিহীন প্লেসমেন্ট বা বিনিয়োগ হিসেবে স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়ে ব্যবহৃত না হয় সেটি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। অবৈধ অর্থের উৎস গোপন রেখে জমি বা ফ্ল্যাট কেনা রোধে আয়কর নথিতে অর্থের উৎসের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। এটি দুর্নীতি রোধেও সহায়ক হবে;

ঙ) প্রাথমিকভাবে ঢাকা এবং পর্যায়ক্রমে সারাদেশে জমি, বাড়ি ও ফ্ল্যাটের মালিকদের বিস্তারিত তথ্যসহ একটি ডেটাবেইজ তৈরি করা প্রয়োজন। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, স্থাবর সম্পদের মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, সুষম বন্টন ও সরকারের রাজস্ব আদায়ে এটি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে;

চ) ব্যক্তি বা পরিবারের মালিকানাধীন জমি বা ফ্ল্যাটের পরিমাণ অনুযায়ী স্তরভিত্তিক কর নির্ধারণ করে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ অর্জনের প্রয়াস সীমিত করা যেতে পারে। এছাড়াও ব্যক্তি বা পরিবারের ব্যবহারের অতিরিক্ত জমি-ফ্ল্যাটের বিপরীতে প্রাপ্ত ভাড়ার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কর হিসেবে আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রয়োজন বা সীমার চেয়ে বেশি স্থাবর সম্পদের মালিকানার জন্য করের যে বোঝা তৈরি হবে সেটি এড়াতে মানুষ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ অর্জনে নিরুৎসাহিত হতে পারে;

ছ) ভূমি সংস্কার আইন, ২০২৩ অনুযায়ী কৃষি জমির মালিকানায় নির্ধারিত ৬০ বিঘার সীমা অতিক্রম করলে সরকার যেন তা বাজেয়াপ্ত করতে পারে, সেই বিধান কঠোরভাবে প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও জনসংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই সীমা যৌক্তিকীকরণ প্রয়োজন। এছাড়া ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থারও সংস্কার প্রয়োজন।

জ) তিন/পাঁচ বছর বা তদূর্ধ্ব সময় ধরে অব্যবহৃত থাকা জমির (বিশেষ করে ঢাকায়) ওপর অতিরিক্ত কর আরোপ করলে জমি পতিত না রেখে তা ব্যবহারে মানুষ উৎসাহিত হবে। এতে আবাসন সংকটের সমাধানসহ বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রণে থাকবে;

ঝ) ঢাকা শহরসহ পর্যায়ক্রমে সারাদেশের সিটি কর্পোরেশন ও বড় শহরাঞ্চলের সব জমি ও ফ্ল্যাট মালিকদের আয়কর রিটার্ন ও কর প্রদানের বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করতে হবে;

ঞ) ব্যবসার নামে নেওয়া ঋণের টাকা জমি বা ফ্ল্যাটে বিনিয়োগ করলে দায়ী ব্যাংকারদের বিরুদ্ধেও কঠোর শাস্তির বিধান চালু করতে হবে;

ট) প্রাথমিকভাবে সরকারি আবাসন প্রকল্পসহ দেশের দুই/তিনটি বেসরকারি হাউজিং প্রকল্প ও ডেভেলপার কোম্পানি এবং পর্যায়ক্রমে সকল হাউজিং প্রকল্প ও ডেভেলপার কোম্পানির জমি, প্লট ও ফ্ল্যাটের মালিকদের একটি ডেটাবেইজ তৈরি করতে হবে। একাধিক নামে জমি, প্লট ও ফ্ল্যাটের সন্ধান পাওয়া গেলে সেগুলো ত্বরিৎ বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

ঠ) উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগে কর রেয়াত, সহজে ঋণ এবং প্রণোদনার মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে হবে যাতে জমি-ফ্ল্যাটনির্ভর অর্থনীতির বদলে কর্মসংস্থানমুখী প্রবৃদ্ধি গড়ে ওঠে।

স্থাবর সম্পদের মূল্যস্ফীতিকে শুধুই একটি অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে দেখলে চলবে না। এটি এখন একটি বহুমাত্রিক সংকট-যা সমাজে বৈষম্য বাড়াচ্ছে, নৈতিক মূল্যবোধকে দুর্বল করছে এবং অর্থনীতির উৎপাদনশীলতা হ্রাস করছে। প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কেবল সম্পদের মূল্যস্ফীতিই নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে না, বরং একটি সুষম, ন্যায়ভিত্তিক এবং টেকসই অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলাও সম্ভব হবে। এই লক্ষ্য অর্জনে রাষ্ট্রের সাহসী, স্বচ্ছ ও নীতিনিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

■ *লেখক: পরিচালক, ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো, প্র.কা*

আমানত সাহেব সাহিত্য পুরস্কার পাচ্ছেন

সোহেল নওরোজ

লেখক কাজী আমানত উল্লাহ মারা গেছেন।

এটা কত বড় খবর তা নিয়ে আলোচনার বিস্তর অবকাশ রয়েছে। রোজ কত মানুষই তো মারা যায়! কয়টা মৃত্যু নিয়েই বা আলোচনা হয়! বিশেষ কোনো ব্যক্তি না হলে মানুষের বাঁচা-মরায় সাধারণের মধ্যে কোনো ভাবান্তর লক্ষ্য করা যায় না। দু-একজন হয়তো আহ্, উহ্ করে–এ পর্যন্তই শেষ। আলোচনা অবধি গড়ায় না। কাজী আমানত উল্লাহ একজন লেখক ছিলেন, গড়পড়তা মানের লেখক হিসেবেই বিবেচিত হয়ে এসেছেন জীবদ্দশায়। তার মৃত্যু নিয়ে হইচই হবে এমন ভাবনাও আদিখ্যেতার পর্যায়ে পড়ত। অথচ মৃত্যুর পর যা ঘটছে তা আগে থেকে আন্দাজ করা কঠিন ছিল বৈ-কি!

তার হাতেগোনা ভক্তদের অনেকেই শোক জানিয়ে ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছেন। তাদের দেখাদেখি যারা ভক্ত নয় কিন্তু 'সহমত ভাই' গোত্রভুক্ত; তারাও উৎসাহী হয়ে পোস্ট দিচ্ছেন। প্রায় সবার পোস্টেই শোকবার্তার নিচে একই ধরনের ছবি। যেখানে আমানত উল্লাহর মুখে চওড়া হাসি। মৃত্যুর পর কোনো এক বিশেষ কারণে মানুষের হাসিমুখের ছবির কদর বেড়ে যায়। অথচ জীবিত থাকতে তার মুখের হাসি-কান্নায় তেমন কিছু যায়-আসে না! অল্প কিছু পাঠক যারা জীবদ্দশায় ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তার বই কিনেছেন, বইয়ে লেখকের অটোগ্রাফ নিয়েছেন, তার সঙ্গে ছবি তুলেছেন; বেঁচে থাকতে সেই বই, অটোগ্রাফ, ফটোগ্রাফ অবহেলায় ফেলে রেখেছিলেন–তারা এখন সেসব খুঁজে বের করে ফেসবুকে পোস্ট করে স্মৃতিচারণ করছেন। একজনের পোস্ট দেখে আরেকজন উৎসাহী হচ্ছেন, তাকে দেখে আরেকজন–অন্তত একটা পোস্ট বাড়ানোর জন্য হলেও আমানত সাহেব ফেসবুকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন। আহা, আজ যদি তিনি এসব নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করতেন, কী খুশিই না হতেন!

মূলত মারা যাওয়াটাই শাপেবর হয়েছে কাজী আমানত উল্লাহর জন্য। খারাপ শোনা গেলেও এটাই সত্য। মৃত আমানত উল্লাহ ফেসবুক মাতিয়ে ফেলেছেন। সাহিত্যপাড়ার অনেকেই নতুন করে তার নাম জানছে। কেউ কেউ আগ্রহী হয়ে তার বইও কিনছে। প্রকাশকদের কেউ কেউ মানুষটার জন্য হা-হুতাশও করছে। অথচ জীবদ্দশায় তাকে সবচেয়ে বেশি ভুগিয়েছে এই প্রকাশকরাই। বই প্রকাশের জন্য এক প্রকাশনী থেকে আরেক প্রকাশনীতে ঘুরে ঘুরে তিনি জুতোর তলা ক্ষয় করেছেন। কেউ তার সঙ্গে আগ্রহভরে কথা পর্যন্ত বলেনি। বসিয়ে চা খাওয়ানো দূরে থাক। তিনি অতটা প্রত্যাশাও করতেন না। কারণ তার বই সাকুল্যে ৫০-৬০ কপি বিক্রি হতো। দু-একজন প্রকাশক যে নিতান্ত অনিচ্ছায় বা তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে বই প্রকাশ করত এটাই অনেক বেশি ছিল তার জন্য। এই বই প্রকাশের জন্য তিনি প্রকাশকের কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছেন। পুরো জীবনে ডাক্তারের কথা না মানলেও প্রকাশকের কথা মানতে ভুল হয়নি তার। প্রকাশকের পরামর্শে কবি পরিচয় বুড়িগঙ্গার কালো জলে ছুঁড়ে ফেলেছেন। গল্প লিখেছেন। তবে এটাও বেশিদিন চালিয়ে যেতে পারেননি। কারণ ততদিনে চাউর হয়েছে, পাবলিক উপন্যাস ভালোবাসে। তাই কবিতা-গল্প ফেলে উপন্যাস লেখায় মন দিয়েছেন। উপন্যাস লেখার ফলে তার বইয়ের বিক্রি কিছু বেড়েছিল, কয়েকজন নতুন প্রকাশক বই করার আগ্রহ দেখিয়েছিল–জীবনে এটাকেই বড় প্রাপ্তি হিসেবে দেখেছেন কাজী আমানত উল্লাহ। তবে বুড়ো বয়সে এসেও প্রকাশকের কথা মেনে রোমান্টিক উপন্যাস লেখার জন্য বেশ বিব্রতও হতে হয়েছে তাকে। সবচেয়ে অস্বস্তি লাগত ছেলেমেয়েদের সামনে গেলে। তারা যে বাবার লেখার এই ধরনটা পছন্দ করে না–এটা মুখে না বললেও তিনি বুঝতে পারতেন। তিনি ছিলেন নিরুপায় লেখক, নিজের ইচ্ছের চেয়ে প্রকাশকের ইচ্ছেটাকেই প্রাধান্য দিতে হয়েছে।

কাজী আমানত উল্লাহ ঘরের অস্বস্তি কাটাতে প্রায়ই উচ্চস্বরে বলতেন–আমি সস্তা লেখা লিখি না, প্রেম-ভালোবাসা ছাড়া জীবন চলে নাকি! বই আর জীবন আলাদা হবে কেন! সস্তা লেখা লিখলে প্রকাশকরা আগ্রহ করে বই ছাপাত না! কখনো দেখেছ টাকা দিয়ে বই করতে! অথচ দেখো গিয়ে প্রকাশনীতে পাতি লেখকরা কাড়ি কাড়ি টাকা নিয়ে বসে আছে বই করার জন্য।

তার কথা আংশিক সত্য, তিনি কখনো টাকা দিয়ে বই করেননি।

তিনি সস্তা লেখেন না–এটা এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য। কারণ মরহুম কাজী আমানত উল্লাহ সাহিত্য পুরস্কার পাচ্ছেন! হ্যাঁ তিনিই পাচ্ছেন। বেশ নামি একটা পুরস্কার, টাকার অঙ্কও বেশ মোটা–দুই লাখ! লেখকরা জাতে ওঠার জন্য পুরস্কার চায়। এর-ওর কাছে ধর্ণাও দেয়, অথচ তিনি না চাইতেই পাচ্ছেন এই পুরস্কার! তবে কি তিনি এবার জাতে উঠছেন!

পুরস্কারের জন্য তার নাম আসার ঘটনাটা বেশ নাটকীয়। সিলেকশন কমিটির প্রধান শরাফত আলী। বলা চলে কমিটির বাকিরা তার সিদ্ধান্ত নত মস্তকে মেনে চলেন। না চলেই বা কী করবেন। এ পুরস্কার যে তার দাদার নামে! তবে তিনি কায়দা জানেন। টাকা-পয়সা খরচ করে পুরস্কারের মান ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়েছেন। এখন এই পুরস্কার পাওয়ার জন্য যে পরিমাণ বই জমা পড়ে তা দেখে তিনি প্রশান্তি অনুভব করেন। এবার সিলেকশন কমিটি যেসব লেখকের নাম প্রস্তাব করেছিল তাদের বেশিরভাগই নতুন লেখক। বাকিরা মিলে একজন নতুন লেখককে প্রায় চূড়ান্ত করেই ফেলেছিল! বয়সে ছোট হলেও লেখার হাত পক্ক। তিনি 'হ্যাঁ' বলতে গিয়েও থেমে গেলেন স্ত্রীর প্রতি প্রকট ভালোবাসার কারণে।

শরাফত আলীর স্ত্রী জাবরুন নাহার পুরনো অভ্যাস ছাড়তে পারেননি। স্কুল-কলেজে থাকতে গল্প-উপন্যাসের পোকা ছিলেন। কত রাত জেগে লুকিয়ে-চুরিয়ে গল্পের বই পড়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। নায়িকার বিরহে কেঁদেছেন। ব্যর্থতার দায়ে নায়ককে গালিগালাজ করার স্মৃতি পর্যন্ত এখনো আনকোরা। অন্য নারীরা বিয়ের পর পারতপক্ষে নব-পুস্তক হাতে তোলে না। তুলনায় সহজ পানিতে নামে। টেলিভিশনের রিমোর্ট নিয়ে এ-চ্যানেল সে-চ্যানেলে দৌড়াদৌড়ি করে। মুঠোফোনে রিলস বা টিকটক ভিডিও দেখে সময় পার করে। তিনি সে স্রোতে গা ভাসাননি। এ নিয়ে শরাফত আলীর গর্বের অন্ত নেই। সিলেকশন কমিটির এমন কোনো মিটিং নেই যেখানে তিনি স্ত্রীর প্রসঙ্গ তুলে গর্ব করেন না, তাকে স্তুতিতে ভাসান না। অনেকেই তার কথা বিশ্বাস করে বলে মনে হয় না। তাদের চোখের সে অবিশ্বাসকে তিনি উপেক্ষা করে স্ত্রী-বন্দনা চালিয়ে যান।

জাবরুন নাহার প্রায়ই বই পড়ে বইয়ের সে গল্প শরাফত সাহেবকে শোনান। স্ত্রীর মুখ থেকে শুনতে বেশ মিষ্টি লাগে। স্ত্রীর এ কাজটা তার কাজেও দেয়। তিনি না পড়েও বইয়ের এসব গল্প শুনিয়ে অফিসের বাকিদের কাছে নিজের অবস্থান কিঞ্চিৎ উঁচু করতে পারেন। অন্যরা তাকে 'বইপড়ুয়া' হিসেবে সমীহ করে। পুরস্কার কমিটির প্রধান হয়ে নিয়মিত বই না পড়লে কি গুরুত্ব থাকে!

দিনকতক আগে জাবরুন নাহার একটা বই পড়ে সে গল্প তাকে শুনিয়েছিলেন। নিখাদ প্রেম-ভালোবাসায় ভরপুর কাহিনী। স্ত্রীর বর্ণনামতে, লেখক তাকে হারানো দিনে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কলেজের সেইসব দিন,

হঠাৎ কাউকে ভালোলাগা, তার প্রতি গোপন টান তৈরি হওয়া... এসব তার স্ত্রীকে স্পর্শ করেছিল ভীষণভাবে। শরাফত আলী ততটা মনোযোগ না দিয়ে শুনলেও লেখকের নামটা ভোলেননি। স্পষ্ট মনে আছে– কাজী আমানত উল্লাহ। স্ত্রীর মনকে ছুঁয়ে দেওয়া সেই লেখকের নামটা হঠাৎ করেই তার মনে পড়ে যায়। তিনি কমিটির কাছে লেখকের নামটা পাড়তেই সবার চোখ কপালে ওঠে! এ লেখককে মনোনয়ন দিলে তাদের পুরস্কারের মান কোথায় নেমে যাবে! এমন সস্তা লেখকের হাতে পুরস্কার দেখলে নিশ্চিতভাবে বোদ্ধা মহলে প্রশ্ন উঠবে এ পুরস্কার নিয়ে। কিন্তু কেউ মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেনি। শরাফত সাহেব যে সিদ্ধান্ত নিবেন সেটাই চূড়ান্ত। তার একটা সুপ্ত ইচ্ছাও আছে, পুরস্কার বিতরণের দিন লেখকের সঙ্গে একান্ত একটা সেশনের আয়োজন করবেন। যেখানে তিনি তার সহধর্মিণীকে এনে চমকে দিবেন। স্ত্রী তার দেওয়া এ উপহারের কথা আজীবন মনে রাখবে।

আজ সাহিত্য পুরস্কার ঘোষণা হচ্ছে। পূর্বনির্ধারিতভাবেই এ বছর পুরস্কার পাচ্ছেন কাজী আমানত উল্লাহ। তবে আজ এ পুরস্কার নিয়ে কেউ কোনও প্রশ্ন তুলছে না। কারণ পুরস্কার যিনি পাচ্ছেন, তিনি এ ধরাধামে নেই। মরণোত্তর পুরস্কার নিয়ে সাধারণত কেউ কথা বলতে চায় না। মৃত মানুষের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায় না। বরং সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকেই আমানত উল্লাহকে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্তকে বাহ্বা দিচ্ছে। এটাকে 'সাহসী সিদ্ধান্ত' বলছে কেউ কেউ। সিলেকশন কমিটির সবাই উল্টো এখন শরাফত আলীর বিচক্ষণতার তারিফে ব্যস্ত। একমাত্র শরাফত সাহেবেরই মন খারাপ। তার স্ত্রীকে শেষপর্যন্ত চমকটা দিতে পারলেন না। একটা সুন্দর মুহূর্তের ছবি তিনি কল্পনা করে রেখেছিলেন, সেটি মঞ্চস্থ হওয়ার আগেই 'ছবি' হয়ে গেলেন কাজী সাহেব।

ওপার থেকে মুচকি হাসছেন কাজী আমানত উল্লাহ। মৃত্যুর পর বাস্তবিকই তিনি 'লেখক' হয়ে উঠেছেন। বেঁচে থাকলে তার এ 'লেখক' হওয়াটা কল্পনা ছিল। পুরস্কার-টুরস্কার তো আরও পরের ব্যাপার। তবে তিনি ভাগ্যবান এটা মানতেই হবে। শেষপর্যন্ত তিনি পেরেছেন। জাবরুন নাহার নামক এক বিশেষ পাঠিকার মন জয় করে পুরস্কার পর্যন্ত পৌঁছে যেতে। এমন ভাগ্য ক'জন লেখকের হয়! আফসোস এটুকুই, জাবরুন নাহারকে একটা ধন্যবাদ দিয়ে যেতে পারলেন না!

■ *লেখক: যুগ্ম পরিচালক, ব্যাংক সুপারভিশন ডিপার্টমেন্ট-১, প্র. কা*

'বাংলাদেশ ব্যাংক মনোগ্রাম'

মতিঝিল অফিসের কেয়ার টেকিং ইউনিটের কর্মীদের দ্বারা 'বাংলাদেশ ব্যাংক মনোগ্রাম'

নির্দেশনায়: মোঃ আক্তারুজ্জামান, অতিরিক্ত পরিচালক
পরিকল্পনা: মোঃ আবু তাহের, সুপারভাইজার/ইন-চার্জ
বাস্তবায়নে: মোঃ আফজল বাসার, মালি
সহযোগিতায়: ইউনিটে নিয়োজিত সকল কর্মচারীবৃন্দ।

ঠাঁই

মোহাম্মদ বদিউজ্জামান দিদার

সেদিন বৃষ্টি এসেছিল হঠাৎ করে
বিনা নোটিশে
আমাদের কোন প্রস্তুতি ছিলো না
একটা জারুল গাছের নিচে
আমরা ঠাঁই নিয়েছিলাম
তুমি বার বার গাছের তলা থেকে বের হয়ে
বৃষ্টিতে ভিজছিলে একটু একটু করে
অথচ আমরা ঠাঁই নিয়েছিলাম গাছের তলায়।
বৃষ্টি এসেছিল বিনা নোটিশে।
বৃষ্টিতে যতটা ঠাঁই হয়েছিলো
তারচেয়ে বেশিটা ভিজেছিলে
তারপরও জারুল গাছটা একটা ঠাঁই ছিলো
তাই একটু একটু করে ভিজেছিলে
বৃষ্টিটাও এসেছিল বিনা নোটিশে।

কবি: নির্বাহী পরিচালক, প্র.কা

শরৎকাব্য

শামীম আরা

মিষ্টি হাওয়া আলো ছায়া মৃদু কথন
তোমার সাথে কী জানি কী চলছে আলাপন
কাশবন কাশফুল দোদুল পবন
নদীমাতৃক মা তুমি
নদী বাহিত মায়াবী জীবন।
আকাশ শুভ্র নীলিমা ছোপ ছোপ মেঘপুঞ্জ
দুষ্ট মিষ্ট বৃষ্টির খেলাধুলো রোদ মুখ আলো
মাঠ প্রান্তর ভেজা ভেজা গুচ্ছ সবুজ
শুভ্র ফুলে শিশির বিন্দু ঘাসফুল লাজুক
শিউলি ঝরে বিরহে কাতর উদাসী অতসী
খেলা খেলা ছন্দ মাখামাখি দ্বন্দ্ব রোদেলা বৃষ্টি
সবে মিলে মিশামিশি উৎসবে মাতামাতি
কখনো মেঘ কখনো রোদ
ঝলমলে আনন্দ রতি
এসবই শরৎকাব্য আকাশে উড়ে
মায়ের শুভ্র আললাদি।

কবি: অবসরপ্রাপ্ত পরিচালক, প্র.কা

এক পুকুর শূন্যতা

মোঃ মিজানুর রহমান

আমাদের থৈথৈ পুকুরের সমস্ত জল শুকালে
যখন তলার কাদামাটিতে রোদ পড়ে
তখন ঝিনুক, শামুক আর বালির মাঝে
শুধু সূর্যেরই প্রাণ মেলে।
শূন্য যে কত বড় শূন্য হতে পারে
আমাদের মস্ত পুকুর শুকালেই তা দেখা যায়;
প্রথমে হয় মাছ শূন্য, তারপর জল শূন্য
অবশেষে জলজ শূন্য হয়ে
ফাল্গুন, চৈত্রের খরায়
এক পুকুর শূন্যতার প্রকাশ পায়।

প্রতি আষাঢ়-শ্রাবণের ধারায়
আমাদের থৈথৈ পুকুরের স্বচ্ছ জলে
জোড়ায়-জোড়ায় যে নাইরোলি মাছ সাঁওতালি তালে
লেজ দুলিয়ে-দুলিয়ে নবযৌবনের ছন্দ তোলে
তারাই প্রতি ফাল্গুনের পলাশ রাঙা আগুনে
একেবারেই শূন্যে মিলিয়ে যায়।

চৈত্রের খরায়
আমাদের হাঁসগুলো ঝিনুক-শামুকের খোঁজে
শূন্য পুকুরে আর নামে না
হাঁসেরা মাছের পোনা খেয়ে যাবে ভেবে
বড়মা লাঠি নিয়ে ছোটে না;
শূন্য পুকুরের তপ্ত তলায়
ঝিনুকেরা মোনাজাতের হাতের মত হা করে থাকে;
তখন পেট ভার বালি নিয়েও তারা শূন্য পড়ে থাকে
বিন্দু পরিমাণ মুক্ত আর তারা গড়ে না।

কবি: যুগ্ম পরিচালক, খুলনা অফিস

গবেষণা বিভাগে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের পরিচালক (গবেষণা) ফরিদা পারভীনের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ৩০ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিচালক (গবেষণা) ড. মোঃ গোলজারে নবীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক (গবেষণা) (গ্রেড-১) ড. মোঃ এজাজুল ইসলাম ও নির্বাহী পরিচালক (গবেষণা)-২ ড. সায়েরা ইউনুস। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

ডিবিআই-৫ এ বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৫ এর অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ উল্যাহর অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ৩০ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিচালক আবু হেনা হুমায়ূন কবীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ ওছমান গনি। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

মতিঝিল অফিসে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল অফিসের ইস্যু বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ মেজবাহ উদ্দিনের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ১৭ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিচালক মোঃ আব্দুল জলিল-৯ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ আমজাদ হোসেন খাঁন ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ আমিনুল ইসলাম আকন্দ। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

মতিঝিল অফিসে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল অফিসের ক্যাশ বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক খন্দকার তৈয়বন নাছরীন এবং যুগ্ম পরিচালক (ক্যাশ) মোঃ তৌহিদ জামান, মোঃ নুরুজ্জামান মিয়া ও মোঃ ওমর ফারুক-৩ এর অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ২৮ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিচালক সৈয়দা নাসিমা আক্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ আমজাদ হোসেন খাঁন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক (কারেন্সী) মোঃ আমিনুল ইসলাম আকন্দ, পরিচালক মোঃ আতিকুর রহমান, জয়দেব চন্দ্র বণিক ও মোঃ আব্দুল জলিল-৯। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিদের ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

ডিসিএম এ বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্টের অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ আব্দুল মোতালেবের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ জহুরুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক কে. এম. ইব্রাহিম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পরিচালক রাফিয়া সুলতানা ও মোহাম্মদ হাসান ইমাম। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

ডিবিআই-৭ এ বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৭ এর অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, মোঃ মফিজুল ইসলাম ও মৃধা নবী হোসেনের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ১২ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিচালক খালেদ মাহবুব মোর্শেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ খসরু পারভেজ। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিদের ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

বিবিটিএতে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ জসীম উদ্দীন সরকারের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে বিবিটিএর সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিবিটিএর উইং-১ (প্রশাসন) এর পরিচালক মোহাম্মদ ইকবাল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

বগুড়া অফিসে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়া অফিসের যুগ্ম পরিচালক (ক্যাশ) মোঃ সেকেন্দার আলী প্রাং এর অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ১২ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে এক বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিচালক সরদার আল এমরানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ সাখাওয়াত হোসেন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (পরিদর্শন) শবরী ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

কোভিড-১৯ ইসিআরএফপিতে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের কোভিড-১৯ এমারজেন্সি অ্যান্ড ক্রাইসিস রেসপন্স ফ্যাসিলিটি প্রজেক্টের পরিচালক কাজী মোঃ মনির উদ্দীনের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নির্বাহী পরিচালক হুসনে আরা শিখার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মনোজ কুমার হাওলাদার ও পরিচালক নওশাদ মোস্তাফা। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথির পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত থেকে স্মৃতিচারণ করেন। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

ডিবিআই-২ এ বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-২ এর পরিচালক এ,কে,এম আমিরুল আলমের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অতিরিক্ত পরিচালক মাধব কুমার দাশের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক শামসুল আরেফীন। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

এফআইআইডিতে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক গোপীনাথ প্রসাদের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিচালক মোঃ আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক শামসুল আরেফীন। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্টে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্টের অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ নিজারুল ইসলামের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ৩০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অতিরিক্ত পরিচালক হাসান তারেক খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক মামুনুর রহমান। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

নদী
শিল্পীঃ রফিকুন নবী
মাধ্যমঃ তেলরঙ

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর পরিচালক (এক্স-ক্যাডার প্রকাশনা) সাঈদা খানম কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
ফোন: ৯৫৩০৩০০; ই-মেইল : sayeda.khanam@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে: জামান প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ৪১-৪২, ইসলামপুর রোড (আদিল কমপ্লেক্স), ঢাকা-১১০০।